লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৭ সফর, ১৪৩৭ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী
এমটিএ-তে দেখুন বাংলাদেশ সময় রাত ৮ টা থেকে
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

জাপানের নগ্যোয়াতে প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের নবনির্মিত মসজিদ ‘বায়তুল আহাদ’। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ২০ নভেম্বর, ২০১৫ মসজিদটি উদ্বোধন করেন।

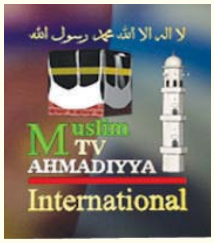

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

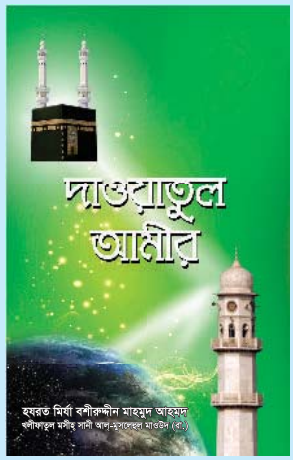

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতি ও বহুমুখী ব্যবহারের ফলে বর্তমান যুগে মানুষ বস্তুগত উন্নতির অনেক ওপরে উঠতে পেরেছে, তা সত্ত্বেও, মানুষ সামগ্রীকভাবে সুখী হতে পরিতৃপ্ত হতে পারছে না। বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্থিরতা, ভয়-ভীতি, ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা। বৃদ্ধি পাচ্ছে শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অরাজকতা। মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস। অশান্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। তাতে মানুষ শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। কিন্তু কোন সমাজ, কোন সংগঠন, কোন রাষ্ট্র, এমন কি কোন ধর্মও আজ মানুষকে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। সর্বত্রই আজ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। কুরআনে বর্ণিত এ দৃশ্যই সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে-"যাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহ্‌রে"- ফিৎনা-ফ্যাসাদ স্থল ও জলের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। (সূরা রূম-৪২) তবে এ অবস্থার প্রেক্ষিতেও কুরআনের মান্যকারীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল তোমরা এই ফেৎনা-ফাসাদে জড়াবে না। কেননা "ওয়াল্লাহু লাইউহিব্বুল ফাসাদ" আল্লাহ্‌তা'লা ফ্যাসাদকে পছন্দ করেন না (বাকারা, আয়াত: ২০৬)।

> "আল্লাহ্‌র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। তোমরা সর্ব প্রকার পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।"

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপ ও বিস্ময়ের সাথে আজ আমরা লক্ষ্য করছি, যে ইসলাম ফিৎনা-ফ্যাসাদকে ভালবাসে না, যে ইসলাম শান্তির-ধর্ম, যে ইসলামকে 'শান্তির পতাকা ও শান্তির-শ্লোগান'-দিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) জগতে প্রচার , প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ইসলামের অনুসারীরা নিজেদের মাঝে ইসলামের নামে ফিৎনা-ফ্যাসাদ করে যাচ্ছে, জগতে অশান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে, এমন কি ইসলামের নামে তারা 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ'ও ছড়াচ্ছে !

ইসলামের নামে সন্ত্রাস, এটা পাকিস্তানেই হোক আর বাংলাদেশেই হোক, নিউইর্য়কেই হোক আর লন্ডনেই হোক বা ফ্রান্সের প্যারিসেই হোক না কেন, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এর সাথে প্রকৃত-ইসলামের আদর্শ ও ন্যুনতম শিক্ষার কোন সম্পর্কও নেই। প্রকৃত-ইসলামকে এর দ্বারা শুধুমাত্র কলংকিতই করা হচ্ছে। প্রকৃত ইসলাম যেখানে থাকবে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সেখানে কিছুতেই থাকতে পারে না, যেভাবে আলোর সঙ্গে অন্ধকার অথবা জীবনের সঙ্গে মৃত্যু অথবা শান্তির সঙ্গে যুদ্ধ থাকতে পারে না।

সন্ত্রাস, সেটা যে ব্রান্ডেই হোক, ইসলামী ব্রান্ডেই হোক অথবা অন্য কোন ব্রান্ডেই হোক, সন্ত্রাস, সে তো সন্ত্রাস-ই। সন্ত্রাস পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার, মানবতার শত্রু, সর্বোপরি শান্তি বিনষ্টকারী। তাই মানবতার স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করা দরকার, বন্ধ করা দরকার। এই দাবি জানিয়ে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-

"আল্লাহ্‌র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। তোমরা সর্ব প্রকার পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।" (মালফূযাত)।

আমরা আশা করি, শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলামের সাথে যারা সন্ত্রাসকে যুক্ত করে এর মহান আদর্শে কলংক লেপন করে যাচ্ছে, তাদের শুভ-বুদ্ধির উদয় হবে। আল্লাহ্‌র খাতিরে তারা শান্তির পথে চলে আসবে; আর আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী হবে অনাবিল শান্তির একটি নীড়।

সূচিপত্র

৩০ নভেম্বর, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৯
আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	১৮
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	২১
ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	২৯
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৩১
সন্ত্রাসী কার্যকলাপের স্থান ইসলামে নেই মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৩
Press Release	৩৫
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (১৪ নভেম্বর ২০১৫)	৩৭
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২০ অক্টোবর, ২০১৫)	৩৮
প্রসঙ্গঃ এলিয়েন আবু সালেহ আহমদ	৪০
সংবাদ	৪১
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৬
বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

১৪। আর বিভিন্ন ধরনের যেসব জিনিষ তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে[১৫৩৪]। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিশ্চয়ই এতে এক নিদর্শন রয়েছে[১৫৩৫]।

১৫৩৪। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা অংশ হলো, কোন দু'টি বস্তু বা ব্যক্তি হুবহু এক রকম নয়। এই বৈসাদৃশ্য না থাকলে পৃথিবীতে এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হতো। এক বস্তু বা ব্যক্তি অন্য এক বস্তু বা ব্যক্তি হতে পৃথক করে চেনা বা জানা সম্ভব হতো না। একইরূপে, মানুষের প্রকৃতি ও মেযাজের মধ্যে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এটা মানবীয়-শক্তির ঊর্ধ্বে যে, সে তার শিক্ষার জন্য এমন কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা করতে পারে, যা সকল প্রকৃতি বা স্বভাবের জন্য সমভাবে উপযোগী বা প্রযোজ্য। এরূপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা, যা প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে কোন মানুষেরই পূর্ণ জ্ঞান নেই। একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই এ সকল প্রভেদ বা বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন এবং এই কারণেই কেবলমাত্র তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন, যা সকলের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং উপকারী।

১৫৩৫। এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটি, অর্থাৎ 'ইয়াতাফাক্কারুন', 'ইয়ায্‌যাক্কারুন' যথাক্রমে ১২ ও ১৩ এবং ১৪নং আয়াতের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলি চয়ন-আয়াত বিশেষ ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে শুধু বিশেষভাবে উপযোগীই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত সাধারণ প্রশংসার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। স্ব স্ব স্থানে এর বিশেষ ব্যবহার তাদের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারক। 'ইয়াতাফাক্কারুন' অর্থঃ (প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর-চিন্তা) শব্দটি প্রথমে ব্যবহার হয়েছে, কারণ মানুষের নৈতিক-পুনর্গঠন বা সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়ায় এটাই সকল নৈতিক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম উপায়, যাকে সর্বাগ্রে জাগ্রত করতে হয়। গভীর চিন্তাশীলতার অভ্যাস হতে ধীশক্তি ও জ্ঞানের উদ্ভব হয়। যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেকের সঠিক ব্যবহার হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত ইয়াকুলুন- স্তরে মানুষ নৈতিক সংশোধন বা সংস্কার সাধনে সাফল্য বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এর পরেই আসে তৃতীয় স্তর, যেখানে কুপ্রবৃত্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং নৈতিক-যুদ্ধ বা বিবাদ শেষ হয়ে যায় এবং 'ইয়ায্‌যাক্কারুন'-স্তরে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্বত-সতর্ককারী হয় এবং সৎকর্মশীলতা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

হাদীস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

"একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।"

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে-কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে , আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে-কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে-কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে) নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে-কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ মুসলমান সে, যে সাক্ষ্য দেয় 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে (সেই মুসলমানকে) হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ দুই বান্দা, একজন প্রাচ্যের এবং অপরজন পাশ্চাত্যের, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসলে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ –**মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ,**
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"নৈরাজ্যের উপ্‌চে-পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।"

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে, তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে, বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ-ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল-পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে তারা ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে, আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে, আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন, পতিত-বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে।

আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে, এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভূমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্‌চে-পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে, আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী-শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে, আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ-নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। একে অন্যের বিরুদ্ধে এরা দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই হচ্ছি খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

'বারাহীনে আহমদীয়া'

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

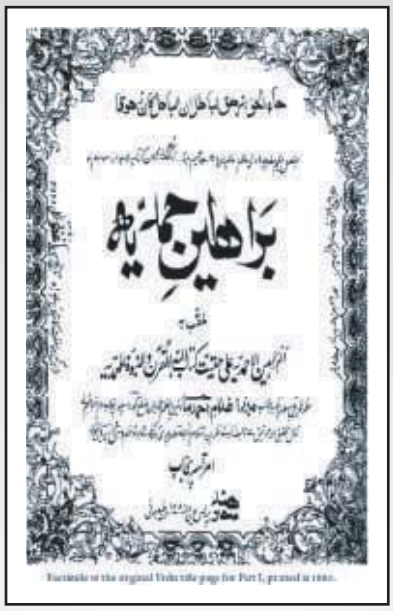

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

অপরদিকে কিছু লোক ধর্মীয় কাজে ব্যয় করলেও তা কেবল প্রথাগতভাবে করে থাকে, প্রকৃত কোন প্রয়োজন মেটানোর সদিচ্ছা নিয়ে নয়। যেমন, একজনকে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় ব্যক্তিও সত্যিকার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, অনর্থক হাজার হাজার রূপী খরচ করে বসে, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাবে অনর্থক মসজিদ নির্মাণ করায়। কারো মাথায় এ সুবুদ্ধি আসে না যে, এ যুগে সবচেয়ে অগ্রগণ্য কাজ হলো, ধর্মীয়-জ্ঞানের প্রচার। আর এটা বোঝে না যে, মানুষ যদি ধার্মিকই না হয়, তাহলে সেসকল মসজিদে নামায কে পড়বে? তারা কেবল পাথরের সুদৃঢ় ও গগণচুম্বী মিনারের মাধ্যমেই ধর্মের মাহাত্ম্য ও দৃঢ়তা দেখতে চায়, আর সুন্দর মর্মরের টাইল্‌স ব্যবহার করে ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশে আগ্রহী হয়। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য কুরআন শরীফ উপস্থাপন করে, যা

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

-এর সত্যায়ন বা পরিপূরণ স্থল, সে দিকে ফিরেও তাকায় না। এই পবিত্র-বৃক্ষের ঘন ছায়া সম্পর্কে অন্যদেরকে অবহিত করার প্রতি আদৌ মনোযোগ দেয় না, আর ইহুদীদের মত কেবল বাহ্যিকতার পূজায় নিমগ্ন। ধর্মীয় দায়িত্ব যথাস্থানে ও যথাসময়ে পালন করে না, পালন করতে জানেও না আর জানার আগ্রহও রাখে না।

যদিও একথা মানতে হয় যে, প্রত্যেক বছর নাম সর্বস্ব সদকা-খয়রাত খাতে আমাদের লোকদের হাত হতে অগণিত রূপী বেরিয়ে যায়, কিন্তু পরিতাপ! এদের অধিকাংশই জানেই না, প্রকৃত-পুণ্য কি। অধিকন্তু, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পন্থাগুলো তারা দৃষ্টিতে রাখে না বরং চোখ বন্ধ করে অযথা খাতে খরচ করে বেড়ায়। এভাবে অস্থানে-অপাত্রে ব্যয় করে তাদের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা যখন উবে যায়, তখন তারা যথাস্থানে ও যথাসময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণভাবে অপারগ থেকে যায়। আর স্বীয় অতীত অপব্যয় ও বাড়াবাড়ির সুরাহা করতে কার্পণ্য করে এবং তা আবশ্যকীয় দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মাধ্যমে। এটি সে সকল লোকের বৈশিষ্ট্য, যাদের বদান্যতা এবং হিত-সাধনের বৈশিষ্ট্য, আন্তরিক নিষ্ঠা থেকে উৎসারিত নয়। বরং কেবল তাদের বিশেষ কামনা-বাসনা হতে তা উৎসারিত। যেমন, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে শেষ বয়সে এক ব্যক্তির পারলৌকিক আরাম ও সুখের একটি কৌশল হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করানো ও জান্নাতে

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

তৈরীগৃহ হস্তগত করার মোহ জাগে। পক্ষান্তরে, ধর্মের পুরো নৌকাও যদি তাদের চোখের সামনে ডুবে যায়, আর পুরো ধর্ম ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও তাদের হৃদয় এতটুকুও কম্পিত হয় না। ধর্ম থাকলো কী থাকলো না, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সত্যিকার পুণ্যের ক্ষেত্রে এ হলো তাদের আন্তরিকতার চিত্র। তাদের একমাত্র মাথা ব্যথা, একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ভালবাসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য হলো ইহজগত-কেন্দ্রীক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তাদের বৈষয়িক সফলতাও অন্যান্য জাতির ন্যায় অর্জিত হয়নি। জাতির সংশোধনের জন্য যে ব্যক্তিই চেষ্টা করছে, এদের ঔদাসীন্য দেখে তাকে ক্রন্দনপর ও হা-হুতাস করতেই দেখা যায় আর সকল দিকে **"ইয়া হাসরাতান আলাল কওম"** (জাতির জন্য আক্ষেপ) ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়। অন্যদের কথা আর কি বলব! নিজের ব্যথার কথাই আমরা বলতে পারি।

শত শত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নৈরাজ্য দেখে আমরা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ লিখেছি, যাতে তিনশত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রকৃত অর্থে সূর্যের চেয়েও সমধিক উজ্জ্বলরূপে দেখানো হয়েছে। এটি যেহেতু বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক সুমহান বিজয় আর মু'মিনদের পরম কাঙ্খিত বিষয়; তাই বড় আশা ছিল যে, মুসলমান সম্পদশালীরা বড় মনের পরিচয় দেবেন, আর এমন অখণ্ডনযোগ্য গ্রন্থের গভীর মূল্যায়ন করবেন। অধিকন্তু, এর প্রকাশনায় যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা তাঁরা দূর করার কাজে সর্বান্তঃকরণে মনোযোগী হবেন! কিন্তু কী আর বলব! আর লিখবই বা কী!

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى

(কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়, আর আল্লাহ্-ই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী)।

সাহায্য করাতো দূরের কথা, বরং কিছু লোক আমাদেরকে গভীর উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়েছে। বইয়ের প্রথম অংশ মুদ্রণের পর আমরা এর ১৫০টির মত অনুলিপি বড় বড় প্রভাবশালী, ধন্যাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও রইসদের বরাবরে প্রেরণ করেছি। আশা করা হয়েছিল, গ্রন্থ ক্রয়ে তাঁরা সম্মত হবেন আর ক্রয়মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে দেবেন, যা অতি সামান্য একটি অংক, আর তাদের এহেন সাহায্য-সহযোগীতার সুবাদে ধর্মীয় কাজ সহজেই সমাধা হবে এবং খোদার হাজার হাজার বান্দা এতে উপকৃত হবেন। এ আশায় আমরা প্রায় দেড়শত চিঠি-পত্র লিখেছি, আর বিনীতভাবে সকল বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেছি। কিন্তু দু-তিনজন উদার মনের মানুষ ব্যতীত সবার পক্ষ থেকে মৌনতাই পরিলক্ষিত হয়েছে; পত্রের উত্তরও আসেনি, আর না বইগুলো ফেরত এসেছে। পুরো ডাক খরচটাই নষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, বইগুলোও যদি ফেরত না আসে, তাহলে মারাত্মক সমস্যা হবে, আর বড় ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। পরিতাপ! সম্মানিত ভাইদের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভের পরিবর্তে আমরা কষ্টই পেয়েছি। যদি এটিই ইসলামের সেবা-সমর্থন হয়ে থাকে, তাহলে ধর্মের কাজ আর হবে না। আমরা পরম বিনয়ের সাথে বলছি, যদি অগ্রিম টাকা দিতে না চান, তাহলে অন্ততঃপক্ষে বইগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিন। এটিকেই আমরা বড় অনুদান ও মহা অনুগ্রহ জ্ঞান করবো। অন্যথায়, আমাদের চরম ক্ষতি হবে, আর হারিয়ে যাওয়া খন্ডগুলো আবার ছাপাতে হবে। এগুলো কোন পত্রিকার সংখ্যা নয়, যা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলেও কিছু আসে যায় না, বরং বইয়ের প্রত্যেকটি অংশ এত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় যে, নষ্ট হলে পুরো বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সম্মানিত ভাইগণ! আল্লাহ্‌র দোহাই, অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবেন না, আর ধর্মের ক্ষেত্রে জাগতিক-ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করবেন না। আমাদের এই সমস্যার কথা একটু ভাবুন, আমাদের কাছে যদি বইয়ের খণ্ডগুলোই না থাকে, তাহলে আমরা ক্রেতাদেরকে কি দেবো, আর তাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ কোন্ অধিকারে আদায় করবো যার ওপর বই ছাপা নির্ভর করে? এর ফলে কাজে বিপত্তি দেখা দেবে, আর ধর্মীয়-বিষয়ে অনর্থক-জটিলতা সৃষ্টি হবে, যা গণস্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

মানুষ অন্যের কাছে মঙ্গলের আশা রাখে। তোমার কাছে আমার মঙ্গলের কোন আশা নেই; কিন্তু নিদেনপক্ষে আমার ক্ষতি করা থেকেতো বিরত থাক।

কতক এমন নির্বোধের মন্তব্যে আমরা আরও একটি বড় মর্মযাতনার সম্মুখীন, মনোযোগের অভাবে যাদের ধর্মীয়-দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। আর তাহলো, তারা বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক প্রণয়নের কাজে নয় হাজার রুপী খরচ হওয়ার মত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হয়ে আন্তরিক সহানুভূতির সাথে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করে, বইয়ের বিক্রয় মূল্য স্বল্প আর প্রকাশনা ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে যে টানাপোড়েনের আমরা সম্মুখীন, সেই ঘাটতি উত্তরণে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ধর্মের খাতিরে উদারতার পরিচয় দেয়ার পরিবর্তে কপটতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আমাদের কাজে বাধ সেধেছে। মানুষকে তারা এই বক্তৃতা শোনায় যে, পূর্বের বই-পুস্তক কী নেহাত কম যে, এখন এর প্রয়োজন দেখা দিল? যদিও এসকল মানুষের আপত্তির প্রতি আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না, আর ভাবিও না, কিন্তু আমরা জানি জগত-পূজারীদের সকল কথায় বিশেষ কোন স্বার্থ থাকে। সদা তারা শরীয়ত-নির্ধারিত অবশ্য-করণীয় দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে, পাছে ধর্মীয় কোন কাজের আবশ্যকতা স্বীকার করে অর্থ না ব্যয় করতে হয়। কিন্তু তারা যেহেতু আমাদের এই সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টাকে খর্ব করে মানুষকে এর মহান কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত করতে চায় আর নিজেদের স্বভাবগত বদভ্যাসে বাধ্য হয়ে হুল ফোঁটায়, তাই পাছে কেউ তাদের এহেন হীন কথাবার্তায় প্রতারিত না হয় এ আশংকায় পুনরায় বাধ্য হয়ে স্পষ্টভাবে জানানো যাচ্ছে যে, বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া লেখা হয়নি। যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে আমরা এ গ্রন্থ লিখেছি, তা যদি কোন পূর্ববর্তী গ্রন্থ দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব হতো তাহলে আমরা সে গ্রন্থকে যথেষ্ট মনে করতাম আর সর্বান্তঃকরণে তার প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হতাম। বছরের পর বছর প্রাণান্তকর

পরিশ্রম করে নিজ প্রিয় জীবনের একটি অংশ অপচয় করে অবশেষে সে কাজ করার কোন প্রয়োজন ছিল না যা অর্জিত অর্জনেরই নামান্তর। কিন্তু আমরা যতটা দেখেছি, আমাদের চোখে এমন কোন পুস্তক পড়ে নি, যা হবে সেই সকল দলিল-প্রমাণের সমাহার, যা আমরা এ গ্রন্থে একত্রিত করেছি, আর যা প্রকাশ করা এ যুগে ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই আবশ্যকতার নিরিখে একান্ত বাধ্য হয়ে আমরা এটি রচনা করেছি। আমাদের কথায় যদি কারো সন্দেহ থাকে, তাহলে এমন গ্রন্থ কোন স্থান থেকে এনে দেখাক, যেন আমরাও তা অবগত হতে পারি। নতুবা অনর্থক অপলাপ করা আর অন্যায়ভাবে খোদার বান্দাদের কল্যাণরাজির এক উৎস হতে বঞ্চিত রাখা বড় গর্হিত কাজ।

কিন্তু স্মরণ থাকে যে, এই উক্তির পেছনে কোন ধরনের আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রশংসা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পূর্ববর্তী মহান বিদ্যানরা করেননি, এমন কোন গবেষণা যদি আমরা করে থাকি বা পূর্ববর্তীরা উপস্থাপন করেননি, এমন সকল প্রমাণাদি যদি আমরা লিপিবদ্ধ করে থাকি, তাহলে (স্মরণ রাখতে হবে যে) এটি এমন একটি বিষয়, যা যুগের চাহিদা। এতে না আমাদের ব্যক্তিগত তুচ্ছ-মর্যাদা উচ্চ হয়, না তাঁদের মহান-মর্যাদার কোন হানী হয়। তাঁরা এমন যুগ পেয়েছেন যখন বিশৃংখল-চিন্তাধারার বিস্তার কম ঘটেছিল। ঔদাসীন্যের ঘোরে সর্বত্র পিতা-পিতামহের অন্ধ-অনুকরণের প্রচলন ছিল মাত্র। অতএব, সেসব পুণ্যবান স্বীয় রচনাবলীতে সে পন্থাই অবলম্বন করেছেন, যা তাঁদের যুগের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে, আমরা এমন যুগ পেয়েছি, যখন নৈরাজ্যকর চিন্তাধারার ব্যাপকতার কারণে সে সকল সেকেলে-রীতিনীতি হয়ে পড়ে অপ্রতুল ও অক্ষম, যে জন্য জোরালো গবেষণা-কর্মের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা সমসাময়িক যুগের প্রবল নৈরাজ্য। পুর্ণরূপে নিরসনে সক্ষম। যুগভেদে নিত্য-নতুন সাহিত্যের প্রয়োজন কেন দেখা দেয়?

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

নোট:

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' এবং 'আল ইস্তিফ্‌তা' আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা আরো উত্তম কোন শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হবে বলে মনে করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়-

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা, ১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
masumon83@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তি

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্তক্রমে সকলের অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সকলকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে রচনা প্রণয়নপূর্বক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিষয় : প্রত্যহ পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব।

আনসারুল্লাহ্, ১০০০-১২০০ শব্দের মধ্যে, খোদ্দাম/লাজনা ইমাইল্লাহ্ ৫০০-৭০০ শব্দের মধ্যে, আতফাল/নাসেরাত ৩০০-৫০০ শব্দের মধ্যে।

নিয়মাবলী :

১. প্রত্যেক জামাতে প্রত্যেক গ্রুপ হতে যতজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে তার মধ্যে ৩ জনকে (১ম, ২য়, ৩য়) পুরস্কৃত করবেন।

২. পুরস্কারের সংখ্যা হবে মোট ১৫টি।

৩. প্রত্যেক গ্রুপের ৩ জনের খাতা মোট (১৫টি খাতা) অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবেন।

৪. যদি প্রত্যেক গ্রুপে ১ জন কিংবা ২ জন প্রতিযোগী হয় তবে সেই দুই জনকেই ১ম, ২য় মার্কিং করে পুরস্কার দিবেন এবং ঐ দুইটি খাতাই কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবেন। মনে রাখবেন, নাম্বার নয় খাতাগুলি কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৫. বাংলাদেশের সমস্ত খাতা কেন্দ্র সংগ্রহ করত: প্রত্যেক গ্রুপ হতে ৩ জন করে মোট ১৫ জনকে আগামী জলসায় পুরস্কৃত করবে। খাতা প্রেরণের সর্বশেষ তারিখ ২০/০১/১৬। (এতে মুরব্বী, মোয়াল্লেম অন্তর্ভুক্ত নয়)।

বিষয়টি সবাইকে আগ্রহের সাথে বিবেচনা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৫৫৮৩৬০৪৮০

জুমুআর খুতবা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, প্রয়োজনিয়তা ও উপকারীতা এবং তাহরীকে জাদীদের ৮২তম বছরের ঘোষণা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

অর্থাৎ, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পছন্দনীয় বস্তু থেকে খরচ না করবে ততক্ষণ আদৌ পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত’ (সূরা আলে ইমরান-৯৩)।

সব মু’মিনের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের বাসনা থেকে থাকে। আল্লাহ্ তা’লা এ আয়াতে মু’মিনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন, যদি তোমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে পুণ্যের বাসনা রাখ তাহলে স্মরণ রেখো, পুণ্য

ত্যাগের বা কুরবানীর দাবি রাখে। তাই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা ত্যাগ স্বীকার কর। সেই বস্তু কুরবানী কর যা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয়, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা থেকে তোমরা উপকৃত হচ্ছ বা লাভবান হচ্ছ, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা তোমাদের স্বাচ্ছন্দের বিধান করছে বা আরামের নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা বাহ্যতঃ তোমাদের দৃষ্টিতে তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার কারণ। অতএব এসব কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করা কোন তুচ্ছ বিষয় নয় বা তুচ্ছ কুরবানী নয়। ধন-সম্পদ সব যুগেই মানুষের কাছে প্রিয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এর কথাই বলেন, অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, বিভিন্ন পশু, ধন-সম্পদ, ফসল, ফল-ফলাদি, বাগান মানুষের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে থাকে আর এসব মানুষের জন্য গর্বের কারণ, এগুলো নিয়ে মানুষ গর্ব করে। কিন্তু বর্তমান বস্তু জগতে আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষকে শুধু একে অন্যের কাছেই নিয়ে আসেনি বরং এই প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কামনা-বাসনার গন্ডিকেও অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছে। কারো কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কি নেই তা ভুলে গিয়ে চাওয়া-পাওয়া চরিতার্থ করার বাসনা এবং অর্থের প্রতি ভলোবাসা আর তা হস্তগত করার চেষ্টা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এর উদ্দেশ্য হলো সুযোগ-সুবিধা হস্তগত করা আর সেসব বিলাশ-সামগ্রী মানুষের নাগালের ভেতর পাওয়া, তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে এই লিপ্সা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

খোদা না করুন এসব দেশের অবস্থার যদি অবনতি হয় বা যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি দেখা দেয় তাহলে এসব দেশে বসবাসকারী মানুষের যে কী অবস্থা হবে তা কল্পনাতীত। যাহোক, এটি মূলতঃ কথা প্রসঙ্গে একথাটি এসে গেছে কিন্তু সব শ্রেণীর মানুষের মাঝে সম্পদের মোহ এবং প্রয়োজন বা নেসেসিটির নামে নিত্য-নতুন জিনিস বা উপকরণ হস্তগত করার বাসনা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রচার মাধ্যমের কারণে এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতার কারণে দরিদ্র বা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে বসবাসকারী মানুষও এখন এসব সুযোগ-সুবিধার খবর রাখে যা উন্নত বিশ্বে রয়েছে। আর এসব দেশেও চরম দরিদ্র না হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়া নিত্য নতুন জিনিস হস্তগত করার পেছনে ছুটছে। যাহোক এককথায় বস্তুবাদিতা চরম রূপ ধারণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে একথা বলা যে, নেকী বা পুণ্যের খাতিরে সেসব সম্পদ ব্যয় কর যা তোমাদের কাছে প্রিয়, নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দাও, নিজেদের সুযোগ সুবিধাকে পরিহার কর; এক জগত পূজারী সাধারণ মানুষের জন্য এটি অদ্ভূত একটি কথা বৈ-কি।

একজন বস্তুবাদী মানুষ একথাই বলবে যে, এসব সেকেলে কথা। অথবা এটি বলবে, ঠিক আছে তোমরা দরিদ্রদের জন্য খরচ কর, কিছুটা সাহায্য কর, কিছুটা দাতব্য কাজের পিছনে ব্যয় কর কিন্তু এ কথা বলা, যে বস্তু তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তা থেকে খরচ কর, নিজ কামনা-বাসনাকে পিষ্ট কর, অন্যের চাওয়া-পাওয়া বা অভাব মোচনের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর আর ধর্মের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার কর; এটি তাদের দৃষ্টিতে অদ্ভূত ও হাস্যকর ব্যাপার হবে! কিন্তু পৃথিবীর মানুষ জানে না, এ যুগেও এমন মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনের এই শিক্ষার সত্যিকার মর্ম বোঝে এবং তা অনুসরণের চেষ্টা করে। এ যুগেও এমন মানুষ বিদ্যমান যারা 'আল-বির্' অর্জনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ এমন নেক কাজের চেষ্টা করে যা অন্যের জন্য কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারের পরম মার্গ বা পরম রূপ হয়ে থাকে। সেই নেককর্ম বা পুণ্য করার চেষ্টা করে যা সব সময় অন্যের হিতসাধনের জন্য মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখে।

ধর্ম প্রচার বা প্রসারের জন্য নিজের প্রাণ-সম্পদ এবং সময় কুরবানীর এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করার চেষ্টা করে। সেই নেককর্মের চেষ্টা করে যা আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষকে অগ্রগামী করে আর এই আনুগত্য করতে গিয়ে তারা এটি দেখে না যে, আমার কাছে কী বেশি প্রিয়। তখন সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে খোদার নির্দেশের আনুগত্য করা। সেই নেককর্ম বা সেই পুণ্যের জন্য তারা চেষ্টা করে যা তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে অগ্রগামী করে। পৃথিবীর মানুষের একটি বড় অংশ জানে না যে, এরা কারা। এরা সেই জাতি যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং যুগ ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকৃত পুণ্যার্জনের মর্ম বুঝেছে। তারা পুণ্য অর্জনের জন্য পুণ্যের সেসব উজ্জ্বল মিনার থেকে সঠিক পথের

বর্তমান বস্তু জগতে আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষকে শুধু একে অন্যের কাছেই নিয়ে আসেনি বরং এই প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কামনা-বাসনার গন্ডিকেও অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছে। কারো কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কি নেই তা ভুলে গিয়ে চাওয়া-পাওয়া চরিতার্থ করার বাসনা এবং অর্থের প্রতি ভলোবাসা আর তা হস্তগত করার চেষ্টা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

দিশা পেয়েছেন যাঁরা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণ অর্জন করেছেন আর যাঁদের কুরবানীর মানও ছিল বিস্ময়কর।

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) মদীনার আনসারদের মধ্যে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর খেজুরের বাগান ছিল, আর সেই বাগানগুলোর ভেতর সবচেয়ে উন্নত বাগান ছিল বেয়রোহা নামের একটি বাগান যা তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। এই বাগান মসজিদে নববীর সবচেয়ে নিকটে ছিল। মহানবী (সা.) প্রায় সময় এই বাগানে যেতেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" -আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেন, "আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো, বেয়রোহার বাগান। আমি সেই বাগানটি খোদার পথে উৎসর্গ করছি"।

অতএব তারা এমন মানুষ যারা ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং পুণ্যের মাপকাঠি নির্ধারণকারী। অতএব এসব সাহাবীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই যুগের ইমাম বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর বহু উক্তিতে কুরআনের শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধ খোলাসা করে ব্যাখ্যা করেছেন। পুণ্য অর্জনের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়েছেন। কুরবানী বা ত্যাগের মাপকাঠি কী তা স্পষ্ট করেছেন। সেসব পুণ্যের সে মানে প্রতিষ্ঠিত হবার নসীহত করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসীহ্ মাওউদ-এর মান্যকারীদের জন্য এসব আদর্শের অনুকরণ এবং অনুসরণ আবশ্যক। এক জায়াগায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "বৃথা এবং অকর্মণ্য বস্তু খরচ করে কোন মানুষই পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার খুবই সংকীর্ণ। তাই একথা হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, অকর্মণ্য বস্তু খরচ করে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না কেননা, এ সম্পর্কে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে যে, "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" -অর্থাৎ, যতক্ষণ প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং পরম পছন্দনীয় বস্তু খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদ এবং প্রিয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হও, সত্যিকার পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও তাহলে তোমরা কীভাবে সফলকাম হতে পার?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি অনায়সেই সেই মর্যাদা লাভ করেছেন, যা তাঁদের অর্জিত হয়েছে? জাগতিক উপাধি পাওয়ার জন্য কত ব্যয় স্বীকার করতে হয়, কত কষ্ট সহ্য করতে হয়, এরপর গিয়ে তুচ্ছ কোন উপাধি লাভ হয় যদ্বারা সত্যিকার আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হওয়াও সম্ভব নয়; তাহলে চিন্তা কর বা ভেবে দেখ! রাযি আল্লাহু আনহুম উপাধী যা হৃদয়কে আশ্বস্ত করে, অন্তরাত্মাকে প্রশান্ত করে এবং যা মহাসম্মানিত খোদার সন্তুষ্টির নিদর্শন তা কি এত সহজেই বা অনায়াসেই লাভ হয়েছে? আসল কথা হলো খোদার সন্তুষ্টি যা সত্যিকার আনন্দের কারণ, তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ সাময়িক কষ্ট সহ্য করার জন্য মানুষ প্রস্তুত না হবে। আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতারিত করা যায় না। সৌভাগ্যবান তারা যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা, সত্যিকার আনন্দ এবং চিরস্থায়ী আরামের জ্যোতি সেই সাময়িক কষ্ট সহ্য করার পরেই মু'মিনের লাভ হয়।"

এরপর আরেক অধিবেশনে জামাতের বন্ধুদেরকে নসীহত করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবীতে মানুষ সম্পদের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রাখে। এ কারণেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্রে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে নিজের কলিজা বের করে কাউকে দিয়েছে তাহলে এর অর্থ হবে নিজের ধন-সম্পদ কাউকে দেয়া। এ কারণেই প্রকৃত তাক্বওয়া এবং ঈমান অর্জনের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" -অর্থাৎ সত্যিকার পুণ্যকর্ম ততক্ষণ করতে পারবে না যতক্ষণ সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খরচ না করবে। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদ্ব্যবহারের একটি বড় অংশ সম্পদ খরচের প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করে। মানব জাতি এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় দিক বা অংশ। এটি ছাড়া ঈমান কোনভাবেই সম্পূর্ণ হয় না এবং হৃদয়ে গ্রথিত হয় না। যতক্ষণ মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করবে, অন্যের হিতসাধন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? অন্যের উপকার এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। আর আয়াত "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" -এ সেই ত্যাগের শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। অতএব খোদা তা'লার পথে সম্পদ খরচ করতে পারা মানুষের সৌভাগ্য এবং তাক্বওয়ার মানদন্ড বা মাপকাঠি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করার মানদন্ড এবং মাপকাঠি কেমন ছিল দেখুন! হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি প্রয়োজনের কথা বলেন আর তিনি নিজ ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হয়ে যান।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জামাত একথাগুলো শুনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি বরং এসব কথা শোনার পর ত্যাগের বা কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেও বেশ কয়েক জায়গায়, বেশ কয়েকটি অধিবেশনে একথা উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি জামাতের কুরবানী এবং ত্যাগের মানকে দৃষ্টিতে রেখে বলেন, "আমি দেখছি, আমাদের জামাতে শত শত এমন মানুষও আছে যাদের দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্রও নেই। বড় কষ্টে পায়জামা বা চাদর তারা জোগাড় করে। তাদের কোন সম্পত্তিও নেই কিন্তু তাদের নিষ্ঠা এবং অনুরাগ দেখে, ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা দেখে বিস্মিত হতে হয়।"

আরেকবার তিনি (আ.) বলেন, "যে উন্নতি এবং পরিবর্তন আমাদের জামাতে পরিদৃষ্ট হয় তা এই যুগে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

তাই যারা সরাসরি তাঁর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন তারা এই মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির সনদ

তারা লাভ করেছেন। কিন্তু এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা কি কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে? না মোটেই নয়। আমি যেমনটি বলেছি, আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে নর ও নারী এবং শিশুদের মাঝে এমন এমন মানুষও রয়েছে যারা আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততায় অনেক এগিয়ে আছেন। শুধু কয়েকটি জায়গায় বা বিশেষ কিছু স্থানে নয় বরং সহস্র সহস্র এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন যারা "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" -এর সত্যিকার মর্ম বুঝেন। তারা কুরবানী এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মাঝে পুরনোরাও আছেন এবং সেসব নতুন বয়আতকারীও রয়েছেন যাদের আহমদীয়াত গ্রহণ করার স্বল্পকালই হয়তো কেটেছে বরং এমনও হয়তো অনেকে থাকবে যারা মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। যারা আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে প্রধান্য দিতেন জাগতিক কামনা-বাসনাকে, কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর ধর্মের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ বা যা কিছু হাতে আছে তা উৎসর্গ করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যান। এটি সেই বিপ্লব যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আনয়ন করেছেন। তিনি (আ.) মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ বদলে দিয়েছেন। আর আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একথা তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে দেখে বিস্মিত হতে হয়। তারা এমন মানুষ যাদের কুরবানী ও ত্যাগের মান দেখে বিস্মিত হতে হয়। এমন নিষ্ঠাবান লোকদের কুরবানীর কতিপয় দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরছি। যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, তাদের দেহ ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত বস্ত্রও নেই কিন্তু নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় তারা খুবই অগ্রগামী। প্রথম দৃষ্টান্ত একজন মহিলার যিনি একজন অন্ধ বা দৃষ্টি শক্তিহীন।

সিয়েরালিওন থেকে আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, এখানে একটি জামাতের নাম হলো মিম্বারু। সেখানে একজন অন্ধ মহিলা বাস করেন। তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা লিখিয়েছেন দু'হাজার লিওন। চাঁদা সংগ্রহের জন্য যখন তার কাছে যাওয়া হয় তখন তিনি বলেন, চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। অন্ধ হওয়ার কারণে চাঁদা পরিশোধ করার মতো আমার আয়ের তেমন কোন উৎসও নেই। দু'হাজার লিওন চাঁদা প্রদান করা তার জন্য অনেক কঠিন কাজ ছিল কিন্তু তিনি বলেন, আমি যেহেতু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই চাঁদা দিতে মনস্থ করি। চাঁদা দেয়ার জন্য তিনি তার অ-আহমদী বোনের কাছ থেকে ধার নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বোন ধার দিতে অস্বীকার করে, হয়ত এই ওজুহাতে যে তুমি অন্ধ, তোমার আয়-রোজগারের কোন উৎস নেই। জানা নেই তুমি ফেরত দিতে পারবে কি-না। সেই অন্ধ মহিলা তখন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বা সেক্রেটারী মাল চাঁদা সংগ্রহ করতে গেলে তিনি বলেন, আমাকে কিছুটা সময় দিন। এর মাঝে তিনি দোয়া আরম্ভ করেন। তখন এক অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামে আসে এবং তার পাশ দিয়ে যায়। তিনি ঘরের বাইরেই বসে ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, আমার কাছে এখন মাথা ঢাকার মত একটি কাপড় আছে, তুমি দু'হাজার লিওনে আমার কাছ থেকে তা ক্রয় কর। সেক্রেটারী সাহেব বলেন, অথচ সেই কাপড়ের মূল্য দশ থেকে পনের হাজার লিওন হবে। সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি এত কম মূল্যে কেন বিক্রি করছো? সেই ভদ্রমহিলা বলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করতে হবে কিন্তু আমার কাছে কোন টাকা নেই তাই আমি এটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই ব্যক্তি ঐ কাপড়টি ক্রয় করেন এবং সেই অন্ধ মহিলাকে দু'হাজার লিওন দেন আর পরবর্তীতে সেই কাপড়ও তিনি তাকে ফেরত দেন এবং বলেন, এটি আমার পক্ষ থেকে আপনি রাখুন।

বস্তুতঃ আফ্রিকার সুদূর মফস্বলে বসবাসকারী একজন অশিক্ষিতা ও বৃদ্ধা নারীর এই হলো আন্তরিকতা। নিঃসন্দেহে এই আন্তরিকতা খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট। এরপর আরো কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ভারতের রাজস্থানের মুবাল্লিগ ইনচার্জ লিখেন, এখানকার একটি জামাতের নাম হলো, বোলাভালি, সেখানে সফরে যাই। স্থানীয় একজন বন্ধুর বয়স পয়ষট্টি বছরের কাছাকাছি হবে, যিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার আয়ের কোন উৎস নেই, বছরে মাত্র একশত দিন সরকারী কাজ পান। ঘরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তার স্ত্রী কাজ করেন। তার ঘরের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। আর্থিক কুরবানীর প্রতি যখন তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে, আপনি সামান্য প্রতীকি কুরবানী হলেও করুন কেননা; এটি মু'মিনের জন্য আবশ্যক। তিনি তখন এক হাজার পঞ্চাশ রূপী চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। সংগ্রহকারী বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনার ঘরের অবস্থা ভালো নয় তা সত্ত্বেও আপনি এত বড় অংক দিচ্ছেন! সেক্রেটারী সাহেব বা চাঁদা সংগ্রহকারী ব্যক্তি বলেন, আমি বললাম, আপনি এই অংকের কিছু অংশ যদি নিজের কাছে রাখতে চান তাহলে রেখে দিন। তখন সেই ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, এই অংক আমি খোদা তা'লার জন্যই একত্রিত করেছি, এটি আল্লাহ্‌রই। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে স্বাস্থ্য দান করেন যাতে আমি আমার প্রভুর দরবারে আরো বেশি আর্থিক কুরবানী পেশ করতে পারি।

এরপর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অগ্রগামী আরেকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ঘটনা শুনুন, যেটি নিশ্চয় ধনবান বা সম্পদশালীদেরকে জাগ্রত করার মত বা নাড়া দেয়ার মত একটি ঘটনা। বেনীনের আমীর সাহেব লিখেন, বেনীনের কোতনু জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদাকারীদের একটি তালিকা পাঠান। সেখানে একজন পুরোনো আহমদী বন্ধুর নাম চাঁদাদাতাদের তালিকাভুক্ত ছিল। চাঁদা প্রদানের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পরের দিন তিনি মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন, আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে পুরো সপ্তাহ খাবার খায়নি। দারিদ্র্যের চিত্র দেখুন, তিনি বলেন, সারা রাত আমি ক্রন্দনরত ছিলাম, তাহরীকে জাদীদের

চাঁদা দিতে হবে অথচ আমার কাছে কোন টাকা নেই। হয়তো খোদা তা'লা আমাকে পরীক্ষা করছেন। এরপর সামান্য কিছু অংক তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং বলেন, আমার কাছে এখন এটিই সর্বস্ব আর সেই অংকও হয়তো কোন স্থান থেকে তিনি ঋণ নিয়েছেন। সেই ব্যক্তি তখন চাঁদা দিয়েছেন কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের কথা চিন্তা করেন নি। চাঁদা সংগ্রহের জন্য যিনি গিয়েছিলেন তিনি বলেন, এই অধম তখন তাকে সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা প্রদান করি এবং বলি, এই অবস্থায় আপনি চাঁদা কীভাবে দিবেন? আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করছি। তিনি তাকে সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা দেন। তিনি তখন দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ ফেরত দেন এবং বলেন, আমার চাঁদায়ে আম বাকি আছে। আপনি এই অংক এখান থেকে পৃথক করে রাখুন। কাজেই এই হলো নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা যা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, দেহে পর্যাপ্ত বা পরিমিত বস্ত্রও নেই কিন্তু নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় তারা অনেক অগ্রগামী।

কাদিয়ানের নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব লিখেন, জামাতে আহমদীয়া কোডিয়ারথোরে জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয় এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-র ডাকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাড়া দিতে নিষ্ঠাবানদের কিছু কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়। তখন সেখানকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা জুমুআর পর নিজের ঘরে যান। ঘরে গিয়ে তিনি স্বর্ণের একটি ভারী কঙ্কন বা বালা খুলে তাহরীকে জাদীদ খাতে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের মহিলাদের মাঝে ধর্মীয় প্রয়োজনে নিজেদের গয়না-গাটি বা অলঙ্কার ইত্যাদি পেশ করার বহু দৃষ্টান্ত বা অগণিত দৃষ্টান্ত সর্বত্র দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী আহমদী মহিলাদের মাঝে এটি এক সমমূল্যবোধ। ধর্মের খাতিরে নিজেদের পছন্দের অলঙ্কার দিয়ে দেয়ার এই বৈশিষ্ট্য আজ কেবল আহমদী মহিলাদেরই বিশেষত্ব।

জার্মানীর তাহরীকে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, এখানকার একটি জামাত হেনাও-এ তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনার শেষ হতেই এক বন্ধু তার স্ত্রীর অলঙ্কার নিয়ে তাহরীকে জাদীদের দফতরে এসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, সেমিনার শেষ হওয়ার পর আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি আমার ওয়াদা লিখিয়ে দিয়েছি, তুমিও কি তোমারটা লিখিয়েছ? আমার স্ত্রী বলেন, আমি কুরআনী শিক্ষা "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" অনুসারে কুরবানী করেছি। তার স্ত্রী তার বিবাহের গয়না বা অলঙ্কার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন।

লাহোরের আমীর সাহেব লিখেন, এক ভদ্রমহিলার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা ছিল উন্নত মানের। তিনি সম্পদশালী ও স্বচ্ছল ছিলেন, কিন্তু তাহরীকে জাদীদের টার্গেট পূরণের প্রেক্ষাপটে পুনরায় যখন তাকে অতিরিক্ত চাঁদা দেয়ার অনুরোধ করা হয় তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের কক্ষে যান এবং অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে এসে বলেন, এসব কিছু আমি খোদা তা'লার পথেই উৎসর্গ করব। সেসব অলঙ্কার হতে বেছে বেছে একটি ভারি বালা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন।

এখন দেখুন! একজন ভদ্র মহিলা, যিনি ভারতের দক্ষিনাংশে বসবাস করেন। ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন শ্রেণী আর ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। আর একজন পাকিস্তানের পাঞ্জাবে থাকেন। আর তৃতীয় জন বসবাস করেন জার্মানীতে। কিন্তু কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা এক ও অভিন্ন। এই হলো কুরবানীর সেই মান, সেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামাতের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যা তিনি আহমদীদের ওপর করে থাকেন।

আফ্রিকার একটি দেশের নিষ্ঠাবান এক আহমদীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন, মালির একটি অঞ্চল সিগো-তে তাকে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। একদিন জুমুআর নামাযের পর মুয়াল্লিম সাহেব এক ব্যক্তির সাথে এই অধমের সাক্ষাৎ করান। তিনি বলেন, ইনি মৌলভীদের সবচেয়ে বড় বংশের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং তিনি বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, আমি চাঁদা দিতে এসেছি, কেননা; আজ রেডিওতে আমি চাঁদা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা শুনেছি। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, এই অধম তাকে আল্লাহ্‌র পথে খরচের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আয়াত "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" শুনানোর পর তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, রেডিওতে যে খুতবা শুনেছি তাতেও এই আয়াতই শুনেছি। তখন ভেবেছিলাম, পাঁচ হাজার সিফাহ্ চাঁদা দিব কিন্তু পরে শয়তান আমার হৃদয়ে এ কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে যে, শুধু দু'হাজার সিফাহ্‌ই যথেষ্ট। এখন আপনিও একই আয়াত পুনরায় শোনালেন; আমার হৃদয়ে এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটি খোদা তা'লারই সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা। এখন আমি পাঁচ হাজার সিফাহ্‌ই চাঁদা দিব আর তিনি তাই করেন। নবাগত আহমদীরা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন অনেক এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের ওপর যেভাবে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, এসব কুরবানী যেভাবে ফল বহন করে আর এর ফলে তাদের ঈমান ও নিষ্ঠায় যে উন্নতি হয় এতদসংক্রান্ত কিছু দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরছি।

কঙ্গোর একব্যক্তি যার নাম হলো ইব্রাহীম সাহেব, তিনি লিখেন, আমি একজন কৃষক, কৃষি কাজই করে থাকি। পূর্বে আমি আর্থিক কুরবানী স্বল্পই করতাম কিন্তু যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি তখন থেকে আমার ফসলের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। এখন চাঁদার গুরুত্ব আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি এবং এর ফলে আমার জীবন ধারা পাল্টে গেছে।

মরিয়ম সাহেবা নামে কঙ্গোর আরেকজন ভদ্রমহিলা বলেন, আমিও কৃষি কাজই করি। এখন ফসল ঘরে ওঠানোর পর রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো, চাঁদা দেয়ার ফলে

আমার আয় দ্বিগুণ হয়।

কঙ্গো থেকে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন আহমদী বন্ধু, যার নাম হলো, আহমদ সাহেব। তাকে চাঁদার কথা বলা হয়। তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লিখিয়েছেন বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক, অথচ তখন তাঁর কোন আয়-উপার্জন ছিল না। কিন্তু ওয়াদা লেখানোর এক সপ্তাহ পর তিনি চাকরী পান। এখন তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এসব চাঁদারই কল্যাণ।

এরপর কাদিয়ানের নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব লিখেন, কেরালার একটি জামাতের নাম হলো প্রেথাপ্রেরাম। সেই জামাতের একজন বন্ধু ফোনে খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন নিষ্ঠাবান মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যারা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা তাদের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছল, তাই তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে আমার দু'লক্ষ রুপীর ওয়াদা খুবই কম, আমার এই অংক বৃদ্ধি করে পাঁচ লক্ষ লিখুন। এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষা করা সম্ভব হয় এ জন্য তিনি আমাকে চিঠিও লিখেন। নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব বলেন, স্বল্পকাল পর কেরালা প্রদেশ সফরকালে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি তার চাঁদার পুরো অংকই পরিশোধ করে দেন। তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার অংক বৃদ্ধি করতেই আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে অশেষ বরকত দিয়েছেন আর এখন আমার হাতে এত কাজ যে, সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

এরপর তাহরীকে জাদীদ-এর ইন্সপেক্টর ইব্রাহীম সাহেব বলেন, কর্নাটকের গুলবরগা জামাতের একজন খাদেম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তার এক মাসের আয় ৭৩,৬০০ রূপী ওয়াদা লিখিয়েছেন কিন্তু পরিশোধের সময় তিনি অসাধারণভাবে তা বৃদ্ধি করে ১,০০,৫১১ রূপী পরিশোধ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে একটি নিদর্শন দেখিয়েছেন। একজনের কাছে তার অনেক বড় একটি অংক পাওনা ছিল। তিনি বার বার চেয়েও সেই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু একদিন সেই ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে সাকুল্য অর্থ প্রদান করে এবং ক্ষমা চেয়ে নেয়।

আর্থিক কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের ঈমান দৃঢ় করেন! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এতদসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উজবেকিস্তানের একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধুর নাম হলো, ওয়াহেদুবিচ সাহেব। তিনি বলেন, আমি বেশ কিছুকাল থেকে মস্কোতে অবস্থান করছি। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি জানি, এ বছর বা কোন নির্দিষ্ট বছরে আমার কত আয় হবে কিন্তু এ বছর যখন আমি বয়আত করি এবং চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি আমার আয় আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। গত ১৩ বছরেও আমার ততটা আয় হয়নি যতটা এ বছর হয়েছে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচেরই কল্যাণ।

বুর্কিনাফাঁসোর কায়া অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন, তাপগো নামক গ্রামের একজন সদস্য একদিন সেখানকার মুয়াল্লিম সাহেবের কাছে এসে বলেন, তার হজ্জ করার বাসনা রয়েছে কিন্তু হজ্জ করার মত পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, যদি রীতিমত চাঁদা দেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আর্থিক অবস্থা শুধরে দিবেন আর হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লা করবেন। এরপর তিনি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি এসে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার বাসনা পূর্ণ করেছেন আর আমার হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এসব কিছু চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। তিনি এখন হজ্জ করে ফিরে এসেছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন।

বুর্কিনাফাঁসোর একটি জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব জানিয়েছেন, একজনের ঘরে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা বিরাজ করছিলো। তিনি একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অর্থ-স্বল্পতার কারণে সেই প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়নি। সেই দিনগুলোতেই তার জলসা সালানা বুর্কিনাফাঁসোতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। সেখানে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে সংকল্পবদ্ধ হন যে, ঘরে এসে অবশ্যই চাঁদার তাহরীকে যোগ দিবেন আর বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করবেন। ফিরে এসে প্রথমেই বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন এবং ভবিষ্যতে যথাসময়ে চাঁদা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, এরপর এক মাস যেতে না যেতেই পারিবারিক সব সমস্যা দূরীভূত হতে থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেই প্রজেক্টও সম্পন্ন হয়। আর এসব বরকত চাঁদা দেয়ার কল্যাণেই লাভ হয়েছে।

কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, কিছুকাল পূর্বে এক বন্ধুর কোন অর্থনৈতিক লেনদেনে দুই আড়াই লক্ষ ডলারের ক্ষতি হয়। তিনি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, লাজেমী চাঁদা (আবশ্যকীয় চাঁদা) রীতিমত প্রদান করুন, এরফলে আপনার সম্পদে বরকত হবে। এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, চাঁদায়ে আম ইত্যাদি দেয়াও আবশ্যক। এরপর তিনি রীতিমত লাজেমী চাঁদা ইত্যাদি দেয়া আরম্ভ করেন এবং বলেন, কিছুদিন পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর উক্তি আমার কর্ণগোচর হয় যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বছরের প্রথম দিকেই দিয়ে দেয়া উচিত, আমি এই নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে বছরের প্রারম্ভেই চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি। গত তিন বছর থেকে বছরের শুরুতেই চাঁদা পরিশোধ করে আসছি, এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এতটা কৃপা করেছেন যে, আমার পুরো ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে। আর শুধু ঋণই পরিশোধ হয়নি বরং আর্থিক স্বচ্ছলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার পথে খরচ করলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই কৃপাভাজন করেন।

কানাডার আমীর সাহেব আরো লিখেন, এক বন্ধু নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন আর এক হাজার ডলার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখান। তাকে বলা হয়, আগামী

বছর ওয়াদা বৃদ্ধি করে আপনাকে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার ডলার লেখাতে হবে। একই সাথে তাকে আরো বলা হয়, হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য লিখতে থাকুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ওয়াদা রক্ষা করার তৌফিক দান করেন। বছর শেষে সেক্রেটারী মাল সাহেব চাঁদা নেওয়ার জন্য তার কাছে গেলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার ব্যবসায় অশেষ কল্যাণ দান করেছেন আর আমি আগামী বছরের অপেক্ষা না করে এ বছরই পাঁচ হাজার ডলার প্রদান করবো এবং আগামী বছর আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবো।

আমেরিকার আমীর সাহেব লিখেন, সিয়াটল জামাতের এক বন্ধু বলেন, ১৯৭৪ এবং ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে আমাদের ব্যবসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যখনই আমাদের ব্যবসার ক্ষতি করা হয়েছে, প্রত্যেকবারই আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহবশে আমাদের সম্পদে বেশ কয়েকগুণ বরকত দিয়েছেন। তিনি এ বছর ১ লক্ষ ডলার ওয়াদা লিখিয়েছেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এত ভালভাবে তার ব্যবসা চলছে যা পূর্বে তিনি ভাবতেও পারতেন না। একইভাবে শিকাগোর আরেকজন সদস্য একটি চেক নিয়ে আসেন যাতে ৩৮ হাজার ৪শত ১৫ ডলার লেখা ছিল। সেই সদস্যকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই বিশেষ অংক লেখার কারণ কি? তিনি বলেন, আমার একাউন্টে যত টাকা ছিলো তার পুরোটাই আমি লিখে পেশ করছি। কাজেই এসব দেশে এমন মানুষও আছেন, যারা এই উন্নত বিশ্বে বসবাস করা সত্ত্বেও ধর্মের খাতিরে কুরবানী করছেন এবং নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে চাঁদা দিচ্ছেন।

নবাগতরাও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় উন্নতি করছেন। আরব দেশের এক বন্ধু রয়েছেন যিনি ২০১১ সনের নভেম্বর মাসে বয়আত করেন, গত বছর তার স্ত্রীও বয়আত করেছেন। সেক্রেটারী মাল সাহেবকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়েই পরামর্শ করতেন, জামাতে আহমদীয়াই সত্যিকার অর্থে সর্বোত্তমভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করে তাই জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা উচিত। তার স্ত্রী পূর্বে আহমদী ছিলেন না এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনিও বয়আত করেছেন আর এ বছর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রায় ১৪ হাজার পাউন্ড তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছেন যা স্থানীয় জামাতগুলোর যে কোন পরিবারের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় অংক।

লন্ডনের আমীর সাহেব লিখেন, ওস্টার পার্ক জামাতে যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করা হয় তখন একটি পরিবার ছুটিতে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, চাঁদার তাহরীক শোনার পর তারা সেই অংক তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং ছুটির সময় কোথাও যাওয়ার পরিবর্তে ঘরেই ছুটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন।

নর-নারী এবং ছেলে-মেয়েদের আর্থিক কুরবানীর এমন অগণিত ঘটনা সামনে আসে। আমি যেমনটি বলেছি, এ যুগে পৃথিবীর মানুষের আকর্ষণ হচ্ছে, জাগতিক সুখ, আনন্দ এবং সুযোগ-সুবিধার প্রতি কিন্তু আহমদীরা আর্থিক কুরবানী করে থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে।

উগান্ডা থেকে গাঙ্গা অঞ্চলের এক মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমরা বুসো জামাতের এক সদস্যকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পরিশোধের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। বেচারার কাছে আর কিছুই ছিলো না, ঘরে শুধুমাত্র একটি মোরগ ছিলো যা তার ওয়াদার সমমূল্যের ছিল। তিনি সেটিই পেশ করেন এবং বলেন, আমার কাছে এখন আর কোন টাকা নেই, বাচ্চাদের স্কুলের ফিও দিতে হবে যা পরে দিব প্রথমে আমার এবং আমার পরিবারের চাঁদা গ্রহণ করুন।

আমেরিকা হতে তাহরীকে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, ১১ বছর বয়স্ক এক বালক ভিডিও গেইম ক্রয়ের জন্য পয়সা জমা করেছিল। এই বয়সের বাচ্চারা ভিডিও গেইমের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, ভিডিও গেইম ছাড়া কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু তাকে যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার কথা বলা হয় তখন ভিডিও গেইম ক্রয়ের জন্য যে ১শত ডলার সে সংগ্রহ

যতক্ষণ প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং পরম পছন্দনীয় বস্তু খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদ এবং প্রিয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হও, সত্যিকার পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও তাহলে তোমরা কীভাবে সফলকাম হতে পার?

করেছিল তা তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে দিয়ে দেয়। আর এভাবে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একইভাবে আরো অনেক ছেলে-মেয়ে নিজেদের জেব খরচের অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে প্রদান করে। আমেরিকার মত দেশে বসবাস করে ছেলে-মেয়েদের এরূপ মন-মানসিকতা সত্যিই প্রসংশনীয়। এমন পিতা-মাতাকে এজন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতার রীতি হলো, নিজেদের ইবাদত এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করা।

উগান্ডা থেকে এগাঙ্গা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমাদের অঞ্চলের একটি জামাত নাচীরের এক তিফল নামায শিখেছে, আর এখন সে নিজের জামাতে নামায পড়ায় এবং জুমুআও পড়ায়। আমীর সাহেব তাকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু পুরস্কার দেন। সে সেই টাকা তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর সেই তিফল একটি জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য যায়। সেখানে নামাযের সময় হয়ে গেলে সেই তিফল সুললিত কণ্ঠে আযান দেয়। তখন সেখানে এক ব্যক্তি আনন্দের সাথে তাকে কিছু পুরস্কার দেয়। সে সেই টাকাও তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। সেই তিফলকে দেখে সেই জামাতের অন্যান্য আতফালের মাঝেও চাঁদা দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোন কোন আতফাল বলে, আমরা খোদাইয়ের কাজ করে চাঁদা দিব। তারা দরিদ্র ছিল, ছোট একটি জামাত, যার অধিকাংশ সদস্যই দরিদ্র কিন্তু এ বছর জামাতের ছয় জন আতফাল নিজেদের ওয়াদার চেয়ে বেশি অংক চাঁদা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

অতএব, পৃথিবীর সর্বত্র এবং সব প্রান্তে আল্লাহ্ তা'লা এমন নিবেদিত-প্রাণ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করছেন, যারা কুরবানীর প্রকৃত প্রেরণাকে বুঝেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই প্রেরণা যেন উত্তরোত্তর দৃঢ় হয় আর সবাই যেন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে।

এখন তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে আমি গত বছরের রিপোর্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় গত ৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৮১তম বছর সমাপ্ত হয়েছে আর ৮২তম বছরে আমরা প্রবেশ করেছি। এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে, তদানুসারে এ বছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে মোট ৯২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮০০ পাউন্ড সংগ্রহ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই সংগ্রহ গত বছরের চেয়ে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউন্ড বেশি। পাকিস্তানে বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় সেখানে কুরবানীর মান তারা ধরে রেখেছেন এবং এর ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তারা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে জার্মানী প্রথম স্থানে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জার্মানীতে আর্থিক কুরবানীর চেতনা অনেক উন্নত। সেখানে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন। খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা আর্থিক কুরবানী করছেন। সব জায়গা থেকে উৎকণ্ঠার সাথে মানুষ পত্র লিখে যে, দোয়া করুন আমাদের মসজিদ যেন স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়, এর জন্য সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্যও আমরা প্রস্তুত। এছাড়া অন্যান্য কুরবানীর ক্ষেত্রেও তারা পুরোপুরি অংশ নিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। তৃতীয় স্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থানে কানাডা, পঞ্চম স্থানে অষ্ট্রেলিয়া, ষষ্ঠ স্থানে ভারত, সপ্তম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। ঘানা পিছন থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। সুইজারল্যান্ড যারা দশম স্থানে ছিল তারা একাদশ তম স্থানে চলে গেছে।

ঘানা এ বছর স্থানীয় মুদ্রার নিরিখে সবচেয়ে বেশি চাঁদা সংগ্রহ করেছে বা সদস্যরা চাঁদা দিয়েছে। তারা শতকরা ৬০ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারাও সংগ্রহের দিক থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। এরপর একটি আরব দেশ রয়েছে তারপর রয়েছে কানাডা এবং অন্যান্য জামাত যথাক্রমে।

মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে দু'টো আরব দেশ ছাড়াও প্রথম স্থানে সুইজারল্যান্ড রয়েছে। পূর্বে তারা প্রথম স্থানে ছিল এখন আরব দেশগুলোতে কুরবানীর প্রেরণা ও চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আমেরিকা চতুর্থ স্থানে, অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম, যুক্তরাজ্য ষষ্ঠ স্থানে, জার্মানী সপ্তম স্থানে রয়েছে। নরওয়েতেও উন্নতি হচ্ছে এবং তারা নবম স্থানে রয়েছে। ছোট জামাতগুলোর মধ্যে সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের চারটি জামাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার দেশগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোটের ওপর ঘানা, নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুর্কিনাফাঁসো, তাঞ্জানিয়া, গাম্বিয়া ও বেনীন রয়েছে। চাঁদা দাতার মোট সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর আমি সব সময় জোর দিয়ে থাকি, সামান্য টোকেন হিসেবে নিয়ে হলেও চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে আর জামাতগুলোকে এর জন্য টার্গেটও দেয়া হয়েছিল। এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাহরীকে জাদীদে চাঁদাদাতার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১১ হাজারে পৌঁছেছে। আর এ বছর ১ লক্ষ নতুন চাঁদাদাতা এতে যোগ দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে, চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা প্রায় শতকরা ৯৪ভাগ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কানাডাও অনেক চেষ্টা করেছে, তাদের প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় যোগ দিয়েছে। ভারতেও এক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে, রিপোর্ট আসেনি, মনে হয়, তারাও এর কাছাকাছি হবে। রিপোর্ট না পাঠিয়ে থাকলে পাঠিয়ে দিন। আফ্রিকান দেশগুলোতে এক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে। মালি এ বছর অনেক কাজ করেছে। বুর্কিনাফাঁসো, কঙ্গো-ব্রাজাভিল (Congo-Brazzaville), গিনি কোনাকুরি, ক্যামেরুন, ঘানা, সেনেগাল, সাউথ আফ্রিকা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি

চাঁদা দাতা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে।

তাহরীকে জাদীদের প্রথম দফতরে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো ৫ হাজার ৯শত ২৭। তাদের মাঝে ৮৫ জন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনও জীবিত আছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন। বাদবাকী প্রয়াত ৫ হাজার ৮শত ৪২জনের খাতাও তাদের উত্তরাধিকারীরা খুলে দিয়েছেন বা জারি করেছেন।

পাকিস্তানে তিনটি বড় জামাত যারা উল্লেখযোগ্য কুরবানী করেছে তাদের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে কুরবানীকারী অন্য জামাতগুলো হলো, ইসলামাবাদ, মুলতান, কোয়েটা, পেশাওয়ার, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাযীখান, ভাওয়ালপুর, ভাওয়াল নগর এবং ঝং।

কুরবানীর ক্ষেত্রে যে দশটি বড় জেলা সর্বাগ্রে রয়েছে সেগুলোর মাঝে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে, ফয়সালাবাদ দ্বিতীয়, সারগোদা তৃতীয়, উমরকোট চতুর্থ, গুজরানওয়ালা এবং গুজরাট পঞ্চম স্থানে, টোবাটেক্সিং ষষ্ঠ স্থানে, মিরপুর আজাদ কাশ্মির সপ্তম, উকাড়া অষ্টম, যথাক্রমে নানকানাসাহেব এবং সাঙ্গড় রয়েছে এরপর।

গত বছরের তুলনায় নিম্নলিখিত জামাতগুলো বেশি চাঁদা দিয়েছে। ছোট জামাতগুলো হলো হায়দ্রাবাদ, সাবুনদাস্তি, ঘটিয়ালা, শাহদাতপুর, খোখর পশ্চিম, কুনরি চকনও, পুনিয়ার, সাঁহিওয়াল, বশিরাবাদ স্টেট, এনায়েতপুর ভাটিয়া।

জার্মানির শীর্ষ দশটি জামাতের নাম হলো, নয়েস, রোয়েডেমার্ক, ফ্লোরয্হাইম, কোলন, নিদা, মাহদী আবাদ, নাইযামবার্গ, ফ্রেডবার্গ, ডারভেশ এবং কোবলেঞ্জ। দশটি স্থানীয় ইমারত হলো, হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, গ্রসগেরাও, ডামস্ট্যাড,উইযবাদেন, ম্যানহাইম, মোরফিল্ডেন, ওয়াল্ডফ, ওয়েস্টানবাগ, ওয়েটস্টেড, অফেনবাখ্।

আমেরিকার জামাতগুলো হলো, সিলিকন ভ্যালী, ডেট্রয়েট, লস এ্যাঞ্জেলেস, সিয়াটল, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ইয়র্ক হ্যারিসবার্গ।

ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, যথাক্রমে লন্ডন-এ, লন্ডন-বি, মিড ল্যান্ডস, নর্থ ইষ্ট এবং সাউথ।

মাথাপিছু সংগ্রহের দিক থেকে ইংল্যান্ডের অঞ্চলগুলো হলো, ইসলামআবাদ প্রথম স্থানে রয়েছে, মিডল্যান্ড, সাউথইষ্ট, সাউথওয়েষ্ট, নর্থ ইষ্ট, এবং স্কটল্যান্ড।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের প্রথম দশটি বড় জামাত হলো, মসজিদ ফযল প্রথম স্থানে এরপর রেইন্সপার্ক, ওস্টার পার্ক, নিউ মল্ডেন, জিলিংহাম, বার্মিংহাম সাউথ, হ্যাটনহিথ, উইম্বলডন পার্ক, ব্র্যাডফোর্ড এবং গ্লাসগো।

ছোট জামাতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লেমিংটন স্পা, ওলবার হ্যাম্পটন, স্পেনভ্যালী, কভেন্ট্রি, নিউকাসল।

চাঁদা প্রদানের দিক থেকে ছোট জামাতগুলো হলো, ডুনান, কর্নওয়াল, মিন্টন স্পা, স্পেন ভ্যালী, সোয়ানসি এবং উলভারহ্যাম্পটন।

কানাডার জামাতগুলো হলো, ক্যালগেরী প্রথম স্থানে রয়েছে, পিসভিলেজ, টরন্টো, ভন, ভেনকুভার।

সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামাত হলো যথাক্রমে, এডমন্টন, ডারহাম, সাস্কাটুন সাউথ, মিল্টন, জর্জ টাউন এবং আটোয়া ওয়েস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি প্রথম জামাত হলো যথাক্রমে, কাসেল হিল, মেলবোর্ন সাউথ, ব্রিসবেন লোগান, ব্রিসবেন সাউথ, ক্যানবেরা, এডিলেড সাউথ, ল্যাম্পটন, হ্যাম্পটন ব্ল্যাক টাউন, মাউন্ট ড্রুইট, মার্সডেন পার্ক।

ভারতের শীর্ষ দশটি জামাত হলো যথাক্রমে, কেরেলার কেরোলাই, হায়দ্রাবাদ, কেরেলার ক্যালিকাট, কাদিয়ান, কেরেলার পারথাপ্রেম, কেরেলার কান্নুর টাউন এবং কেরেলার পাঙ্গাডী। এছাড়া ভারতের দশটি প্রদেশ হলো, কেরেলা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদেরকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১৫

মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্র দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হবে। ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি, সেই সাথে ইজতেমার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৭ম কিস্তি)

হে মানবমন্ডলী! তোমাদের দু'টো রূপ রয়েছে। একটি তোমাদের হৃদয়ে আর অপরটি বিরাজ করে তোমাদের মুখে । ঈমান কেবল মুখে, আর হৃদয়ে বিরাজ করছে অবিশ্বাস। তোমরা কথা বল খোদার জন্য, আর কাজ কর শয়তানের জন্য। তাই কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বল তোমাদের অবস্থান কোথায়? তোমরা কিতাবে পড় যে, ঈসা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে জড়দেহসহ আকাশে ওঠাও! কুরআনের আয়াতের প্রতি তোমাদের ঈমানের অর্থ আমার বোধগম্য নয়। তোমরা নামাযে পড় যে, ঈসা মারা গেছেন, তাঁর দেহ উঠানো হয় নি, আর তিনি জীবিতও নন।* তা সত্ত্বেও তোমরা নামাযের পর হাঁটু গেড়ে মেহরাবে বসে পড়, আর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বল, যে ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী সে কাফির, তার শাস্তি হলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; তাকে কাফির আখ্যা দেয়া আবশ্যক! এই হলো তোমাদের নামায আর এই হলো তোমাদের কথা! অথচ তোমরা কুরআনে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي পাঠ কর আর এতে বিশ্বাসও রাখ, আবার জেনে-শুনে এর অর্থকে অবজ্ঞা কর!

তোমরা কি কিতাবে হযরত ঈসার মৃত্যুর

***টিকা**

১. আর তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) যে বলেছেন, يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (সূরা আলে ইমরান: ৫৬) এর অর্থ সশরীরে উত্থান নয়, বরং এর মাধ্যমে রুহ বা আত্মার উর্ধ্বগমন বুঝানো হয়েছে। রা'ফার পূর্বে তাওয়াফ্ফীর উল্লেখ এ কথারই স্বাক্ষ্য বহন করে। মৃত্যুর পর রাফা প্রত্যেক মু'মিনের অধিকার, আর তা কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন রেওয়ায়াত (বর্ণনা বা পরম্পরা) বা হাদীস থেকে প্রমাণিত।

ইহুদীরা হযরত ঈসার (আ.) রাফা বা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশ্বাস করতো না, আর বলতো যে মু'মিনের ন্যায় তাঁর রাফা বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব; আর তিনি আধ্যাত্মিক জীবনও লাভ করতে পারেন না। এর কারণ হলো, তারা তাঁকে মু'মিন মনে করতো না বরং কাফির আখ্যা দিত। তাই এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের কথা খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيه [অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজের দিকে তাঁকে উন্নীত করেছেন (সূরা আন্ নিসা:১৫৯) - অনুবাদক] তারা (ইহুদী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

পর অবতরণের কথা কোথাও দেখতে পাও? হে বিবেকবানগণ! فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي -এর অর্থ কী? তোমরা কি ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র কিতাবকে অস্বীকার করছ? তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় না করে ভাইদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছ? তোমরা কি তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ কর, যে শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত হয়েছেন অথচ তিনি তোমাদেরই একজন এবং এ উম্মতভুক্ত? তিনি একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে খ্রিস্টীয় নৈরাজ্যের সময় এসেছেন, আর ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত রীতি অনুসারে সত্য ও প্রজ্ঞায় সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রদীপ্ত নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হওয়ার পর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছ, আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হতে চাও না? তোমাদের কু-প্রবৃত্তির রাত বা অন্ধকার ইসলামকে ঢেকে দিয়েছে, আর তোমাদের পাপের করাল স্রোত তার (ইসলামের) দিকে ধেয়ে আসছে, আর তোমরা ভাবছ খুব ভাল কাজ করছ? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা যুগ ও এর সমস্যাবলী আর কুফরী-সৃষ্ট তুফান ও এর ভয়াবহ আক্রমণের প্রতি ভ্রুক্ষেপই কর না? তোমাদের মাঝে কি কোনো বিবেকবান মানুষ নেই? আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের আশ্চর্যের কোনো সীমা নেই। তোমাদের কথায় ও কাজে, অস্বীকারকারীদের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পরিকল্পনায় এবং খ্রিস্টানদের উত্তরে তোমরা যা প্রস্তুত করেছ তাতে আমরা সত্যিই হতভম্ব। তোমরা স্বহস্তে নিজেদের মূল কর্তন করছ আর নিজেদের কথার মাধ্যমে ধর্মের শত্রুদের সাহায্য করছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা এক বান্দাকে এই দুর্যোগের সময় পাঠিয়েছেন আর তোমরা তাকে কাফির বলছ এবং ঈমানের গন্ডি থেকে বহিস্কার করছ! অথচ তিনি দেদীপ্যমান আলো ও সুমধুর তত্ত্বজ্ঞান হিসেবে এসেছেন ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে ঐশী নিদর্শন হিসেবে কাজ করার জন্য, যাতে ইসলামের সূর্য অমানিশা থেকে বেরিয়ে আসে আর আল্লাহ্ এর অকল্যাণ ও তিক্ত-যুগের অবসান ঘটিয়ে এর ছায়াকে সুবিস্তৃত করতে পারেন এবং ফল-ফলাদির প্রাচুর্য দান করতে পারেন। অধিকন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য যে অবস্থা-ব্যবস্থা এবং স্থান ও কালের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সকল ধর্মের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা একে অস্বীকার করছ বরং তোমরা সর্বপ্রথম এর শত্রুতায় দন্ডায়মান হয়েছ। আমাদের ধারণা ছিল তোমরা এ যুগের মনোনীত ও পবিত্র মানুষ আর পিপাসার্তের জন্য প্রবাহমান ঝর্ণা; কিন্তু যা প্রকাশ পেলো তাহলো, জগতে তোমাদের মত নোংরা পানি আর নেই। তোমরা বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছ আর অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছ, বরং পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছ। তোমরা নিষিদ্ধ সীমারেখা অতিক্রম করেছ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, আর মুসলমানদের কাফির আখ্যা দিয়েছ।

তোমাদের কি জানা নেই যে, আমি নিভৃত কোণে বসবাসকারী একজন মানুষ ছিলাম যার কোনো সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না, ইশারায়ও আমার সম্পর্কে কেউ কিছু বলত না, আমার পক্ষ থেকে কোনো লাভ বা লোকসানের আশা রাখা হতো না আর আমি পরিচিতও ছিলাম না? এমতাবস্থায় আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেন এবং বলেন,

إِنِّيْ اخْتَرْتُكَ وَآثَرْتُكَ، فَقُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَ: أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْــزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ، فَحَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ. يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

[(অর্থাৎ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি এবং প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং তুমি বল আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর বিশ্বাসীদের মাঝে আমিই প্রথম। তিনি আরো বলেন, আমার তওহীদ ও স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে যেমন প্রিয়, তুমিও আমার কাছে তেমনিই প্রিয়। সুতরাং তোমার সাহায্য লাভ ও মানুষের মাঝে পরিচিত হওয়ার সময় এসে গেছে। এত বেশি মানুষ তোমার কাছে আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা গভীর খানাখন্দে পরিণত হবে। আল্লাহ্ নিজ সন্নিধান হতে তোমাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ তোমাকে সাহায্য করবেন যাদের হৃদয়ে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওহী করব। সুদূরের সকল পথ মাড়িয়ে সে সাহায্য তোমার কাছে আসবে; এমন পথ পাড়ি দিয়ে তা আসবে যাতে তোমার কাছে আগমনকারী মানুষের পদভারে গর্ত হয়ে যাবে। (অনুবাদক)]

এ কথাই আমার প্রভু বলেছেন। আমি কীভাবে সাহায্য লাভ করছি তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ। মানুষ আমার কাছে দলে দলে এসেছে। আমার কাছে এত বেশি উপহার ও উপঢৌকন আসে যেন তা সতত ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের ঢেউ। এ হলো আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী যার আলোর প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর না আর তা প্রকাশিত হওয়ার পর তোমরা অস্বীকার কর। তোমরা কি আমার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর না? আমার প্রভু আমাকে সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার পূর্বে তোমরা কি আমার নামটিও শুনেছ? আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় দৃষ্টির অন্তরালে ছিলাম যার কথা বিশেষ বা সাধারণ্যে উল্লেখ করা হতো না। আমার জীবনে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি ছিলাম না। আমি এমন এক ব্যক্তির মত জীবন কাটাতাম যার সাথে মানুষ পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করত। পর্যটকরা আমার গ্রামে আসার কথা চিন্তাও করত না। দর্শকদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অজোপাড়াগাঁ, যার টিলা গুলোও মিটে গেছে আর মানুষ এখানে আসা পছন্দ করতো না। এর কল্যাণ বা উপকারিতা হ্রাস পায়, অপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ গ্রামের বাসিন্দারা ছিল পশুতুল্য আর তাদের বাহ্যিক লাঞ্ছনাকর অবস্থার কারণে মানুষ তাদের তিরস্কারে বাধ্য হতো বা তারা অন্যদের তিরস্কারের সুযোগ দিত।

ইসলাম, কুরআন এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধ কাকে বলে তারা তা জানতো না। এটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিস্ময়কর একটি দিক ও তাঁর শক্তির আশ্চর্যজনক এক লীলা যে, ধর্মের শত্রুদের বিপক্ষে বর্শার কাজ দেয়ার জন্য তিনি আমাকে এরূপ বিরান ভূমিতে পাঠিয়েছেন। যুগপৎ আমি যখন অপরিচিত ছিলাম তখন এবং আমার গৃহীত হওয়ার যুগে আমার প্রভু আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবো আর কাফিরদের আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতিবন্ধক বা নিরাপত্তা প্রাচীর প্রমাণিত হবো। আমাকে প্রধান বা সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো হবে আর হৃদয়ের জন্য বক্ষস্বরূপ করা হবে। (যেভাবে বক্ষ হৃদপিন্ডের সুরক্ষার কাজ করে আমার ভূমিকা তেমনিই হবে)। তারা দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে উপহার সামগ্রী ও মূল্যবান বস্তু নিয়ে আমার কাছে আসবে। মহাগৌরবান্বিত খোদার পক্ষ থেকে এটি একটি স্বর্গীয় ওহী। এটি প্রতারণামূলক কোনো কথা নয় বা এটি কামনা-বাসনার সৃষ্টি নয়; বরং মহামহিমান্বিত প্রভু-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যা পৃথিবীতে তাঁর (এ অধমের) আবির্ভাবের পূর্বেই লিখে ও ছেপে প্রচার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামে তা প্রেরণ করা হয়েছে। এরপর তিনি প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হন। তোমরা জান যে, দলে দলে মানুষ আমার কাছে এত পরিমাণ উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে যা গণনা বা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। এতে কি বুদ্ধিমানদের জন্য কোনো নিদর্শন নেই? যদি তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে মানুষের সামনে আমার গোপন বিষয়াদি তুলে ধর আর আমার গুপ্ত বিষয়াদি প্রকাশ করে দাও। একই সাথে এই গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস কর হয়ত তুমি কোনো শত্রুর সাহায্যও পেতে পার। তুমি যাতে অনুসন্ধান করে সঠিক পথের দিশা পেতে পার কেবল এই উদ্দেশ্যেই আমি এ সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করছি। যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় না কর তাহলে যাচ্ছে তাই কর, আল্লাহ্ তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন। আর যদি তুমি তাঁকে ভয় কর তাহলে জেনে রাখ, সত্যের প্রমাণ অতি স্পষ্ট আর বিষয় অত্যন্ত সহজ। ইসলাম ঝরায় জর্জরিত, একটু চিন্তা কর এখনও কি বসন্ত এবং মৃদুমন্দ বাতাস বইবার সময় আসে নি? তুমি দেখছ আমাদের এ যুগে হৃদয়-জমিন মরে গেছে আর বৃষ্টিবাহী বায়ু একে পরিত্যাগ করেছে; তখনই আল্লাহ্‌র করুণাধারা মুষলধার বৃষ্টির মত বর্ষিত হওয়া আরম্ভ হয়, যা সকল শঙ্কার অবসান ঘটিয়ে সবকিছু সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। যে কাঁটা ইসলামের পা ক্ষত-বিক্ষত করেছে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা তা অপসারণ এবং এর পথে যে সকল কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ রয়েছে তা কেটে ফেলা ও কুচক্রি বা হীনলোকদের দূষণ থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুমি গ্রহণ কর বা না কর, আমিই বসন্তবারি।

আমি কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দাবি করিনি বরং আমি স্রষ্টার পক্ষ থেকে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করা আর প্রবৃত্তিকে কামনা-বাসনা ও শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। এই উম্মতের ওপর কি বিপদ-আপদ নিপতিত হয়েছে আর দুর্বলতা কীভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে তুমি কি তা দেখ না? এক ঘরের মহামারী ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশির ঘরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর মৃত্যু মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে সেভাবে আহ্বান করেছে যেভাবে সে মৃত্যুকে আহ্বান করেছে। ধর্ম মনুষ্য পূজারীদের পদতলে পিষ্ট হয়েছে আর শত্রুরা একে সাঁপের মত ছোঁবল মেরেছে, যার ফলে তা হয়ে গেছে বন্যার করাল গ্রাসের শিকার গ্রামের মত বা ঘোড়ার পদপৃষ্ট মাঠতুল্য। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'লা লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবী বিরাণ হয়ে গেছে আর মানুষের চিন্তাধারা হয়ে গেছে বিকৃত। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনা ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দুনিয়ার কীটরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মের সংস্কার, উম্মতের সংশোধন ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে তোমাদের মাঝে দাঁড় করিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন, একটু ভাব, আমি কি তোমাদের কাছে প্রতারকের ন্যায় অসময়ে-অস্থানে এসেছি? নাকি শয়তান যখন তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এসেছি?

আল্লাহ্ তোমাদের সঠিক পথের দিশা দিন, ভালভাবে জেনে রাখ, এ বিষয়টি খোদার সিদ্ধান্ত ও বিধান অনুসারে হয়েছে। এই আলো অন্ধকার হতে উৎসারিত হতে পারে না, বরং তা তাঁর পূর্ণ চন্দ্র থেকে উৎসারিত। অনেক নেকড়ে খোদার বান্দাদের ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তোমরা কি দেখ না? কত চোর রয়েছে যারা ধর্মের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে; তবুও কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর না? তোমরা কি মনে কর রহমানের সাহায্যের সময় এখনও আসে নি? তোমরা যেমনটি ভাবছ তাও কিন্তু নয়, বরং আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহরাজি প্রকাশের সময় এসে গেছে। আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তোমাদের কাছে আসি নি। আমার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন প্রমাণাদি রয়েছে যা উত্তরোত্তর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। আমি স্বজাতির জীবিতদের মাঝে মৃতবৎ ছিলাম আর ঘরে থেকেও গৃহ-হারা ছিলাম। আমি অজানা ও অপরিচিত ছিলাম, হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছাড়া আমাকে গ্রামের কেউ চিনত না। আমি নিভৃত কোনে জীবন যাপন করতাম, আমার কাছে কোনো নারী-পুরুষের আনাগোনা ছিল না। আমি ছিলাম মানব-দৃষ্টির অন্তরালে। আমার কোনো দেশে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল না আর ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণও করি নি; আরবও দেখি নি আর ইরাক যাওয়ারও চেষ্টা করি নি। খোদার কসম! (বলতে কি) আমার আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল না। যুগকে আমি এক বন্ধ্যার স্তন-তুল্য পেয়েছি যার কাছে সুপেয় দুধের আশাই করা যায় না। আর আমি এমন এক পশুর পিঠে আরোহন করি যাতে আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র নেই। এমন সময় আমার প্রভু আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং আমার সকল বিষয়ের দায়িত্ব নেবেন আর কৃপাধন্য করে স্বীয় নিয়ামতের সকল দ্বার আমার জন্য উন্মোচন করবেন। যেভাবে আমি বলেছি, সে যুগটি ছিল বড় কঠিন এবং হরেক রকম অভাব-অনটনের যুগ। আমার প্রভু আমাকে স্বয়ং আমার বিষয় সহজসাধ্য করা, পথ সুগম করা আর আমার সকল অভাব মোচনের দায়িত্ব নেয়ার সংবাদ দিয়েছেন। যে সময় আর যে যুগে নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না, আমাকে এমন একটি আংটি বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে সে সকল সংবাদ খোদিত থাকবে; যেন এর প্রকাশ সন্ধানীদের জন্য নিদর্শন ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সত্যের প্রমাণ সাব্যস্ত হয়।

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

জুমুআর খুতবা

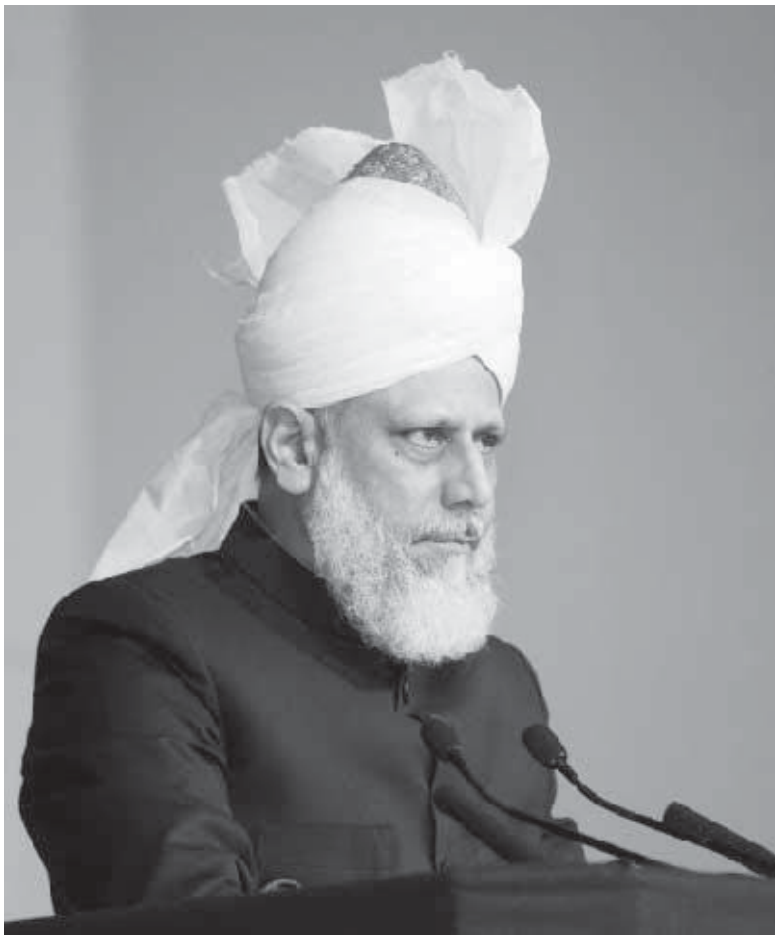

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বর্ণনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী, বা তিনি যেসব ঘটনা বা শিক্ষণীয় গল্প বর্ণনা করেছেন তাঁর বরাতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সেগুলো নিজের বিভিন্ন বক্তৃতায় আলোচনা করেছেন, যা বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে সেগুলো আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রত্যেকটি ঘটনা বা গল্প নিজের মাঝে একটি শিক্ষণীয় দিক রাখে।

জামাতের সদস্যদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত, এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, **"যাদের ধর্মের জ্ঞান আছে তাদের বিশ্বের চলমান অবস্থার এবং ইতিহাসেরও জ্ঞান থাকা উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর তবলীগের কাজ ন্যস্ত অর্থাৎ মুরুব্বী বা মুবাল্লিগদের; এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত।"** বর্তমান বিশ্বে এসব তথ্য বা জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে অর্জন করা সম্ভব এবং সহজলভ্য। যাহোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেন যা জ্ঞানগত যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং স্থান-কাল ভেদে নিজের জ্ঞানের পরিধির মাঝে থেকে কথা বলার প্রতি মনোযোগ

আকর্ষণ করে, আর সত্যিকার পুণ্যের যে মান সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমরা এই ঘটনা শুনেছি, তিনি (আ.) বলতেন, 'এক ব্যক্তি ছিল যে বড় বুযূর্গ বা পুণ্যবান আখ্যায়িত হতো। দৈবক্রমে কোন বাদশাহ্‌র মন্ত্রী তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায় এবং তার শিষ্যত্ব বরণ করে। সে সর্বত্র সেই ব্যক্তির পুণ্য এবং তার ওলী হওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাতে আরম্ভ করে এবং প্রচার করে বেড়ায় যে, সেই ব্যক্তি অনেক বড় খোদাভক্ত এবং পুণ্যবান মানুষ। এমনকি সে বাদশাহ্‌কেও অনুপ্রাণিত করে এবং বলে, আপনি সেই ব্যক্তির সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করুন। বাদশাহ্ এতে সম্মত হন এবং বলেন, ঠিক আছে অমুক দিনে আমি সেই পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে যাব। সে কৃত্রিম পুণ্যবানই হোক বা যা-ই হোক না কেন তুমি যেহেতু বলছ তাই যাব। যাহোক, মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সেই ব্যক্তির কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয় এবং বলে, বাদশাহ্ অমুক দিন আপনার কাছে আসবেন, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন, যাতে বাদশাহ্‌র ওপর প্রভাব পড়ে আর তিনিও আপনার ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর বাদশাহ্ যদি আপনার ভক্ত বা মুরীদ হয়ে যান তাহলে তার প্রজারাও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

যাহোক, তিনি লিখেন, জানা নেই সেই ব্যক্তি আদৌ পুণ্যবান ছিল কি-না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে, তার নির্বোধ হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যখন এই সংবাদ শোনে যে, বাদশাহ্ আসতে যাচ্ছেন এবং তার সাথে আমার এমন কথা বলা উচিত, যা তার ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, তখন সে কিছু কথা বলবে বলে স্থির করে। বাদশাহ্ যখন সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন সে বলে, হে মহামান্য বাদশাহ্! আপনার উচিত সুবিচার করা। দেখুন! মুসলমানদের মাঝে সিকান্দার নামের যে বাদশাহ্ অতিবাহিত হয়েছে সে কত বড় ন্যায় পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিল, আজ পর্যন্ত তার কত নাম-ডাক ও খ্যাতি বিদ্যমান। অথচ সিকান্দার মহানবী (সা.)-এর শত শত বছর পূর্বে বরং ঈসা (আ.)-এরও পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে সিকান্দার বা আলেকজান্ডারকে মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী যুগের বাদশাহ্ আখ্যা দিয়ে তাকে মুসলমান বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি অর্থাৎ সিকান্দার মহানবী (সা.)-এরও শত শত বছর পর বাদশাহ্ হয়েছে। কেননা, সিকান্দার বা আলেকজান্ডার প্রথম চার খলীফার যুগে আসতে পারে না। কারণ তখন খলীফাদের যুগ ছিল। আর সে হযরত মুয়াবীয়ার যুগের বাদশাহ্‌ও হতে পারে না কেননা মুয়াবীয়া সারা পৃথিবীর বাদশাহ্ ছিলেন। আর আব্বাসী খিলাফতের প্রথম অংশের বাদশাহ্‌ও সে হতে পারে না কেননা তখন তারাই পৃথিবীতে বাদশাহ্ ছিল। অতএব সিকান্দার যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর বাদশাহ্ হতে পারে অথচ মহানবী (সা.)-এর শত শত বছর পূর্বে এই ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি শত শত বছর পূর্বের বাদশাহ্ ছিল তাকে ইনি মহানবী (সা.) এবং ইসলামের উম্মতভুক্ত আখ্যায়িত করেছে। এরফলে বাদশাহ্‌র ওপর প্রভাব পড়া তো দূরের কথা বাদশাহ্‌র ধারণা মারাত্মকভাবে খারাপ মোড় নেয় এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উঠে চলে আসেন।'

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ইতিহাসের জ্ঞান রাখা পুণ্যবান হওয়ার শর্ত নয় কিন্তু সেই স্বঘোষিত বুযূর্গ এই সমস্যাকে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইতিহাসে নাক গলাতে তাকে কে বলেছিল? তাই জ্ঞান সঠিক হওয়া উচিত এবং মানুষ যে কথাই বলে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলা উচিত। যদি ইতিহাসের কথা হয় তবে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান থাকা উচিত আর অন্য কোন জ্ঞানের কথা হলে তা-ও জানা থাকা উচিত। সে ব্যক্তিকে তার প্রবৃত্তির বাসনা ধ্বংস করেছে। মানুষ যদি সত্য বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত পুণ্য এবং জ্ঞানের আলখাল্লা পরিধান করে বা পরিধানের চেষ্টা করে তাহলে এভাবেই লাঞ্ছিত হয়, এই পরিণামই হয়ে থাকে।

আমাদের এ দোয়াই করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে পাপিষ্ঠ আলেম এবং বিভ্রান্ত নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন আর জনসাধারণকে সত্য বুঝার এবং চেনার তৌফিক দান করুন।

আরেক জায়গায় হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের কোমলতা আর উম্মতের জন্য তাঁর মমবেদনা এবং মানবতার জন্য তাঁর সহানুভূতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ***'মানুষ তড়িঘড়ি কাউকে অভিশাপ দিয়ে বসে। আমাদের নীতি এমনই হওয়া উচিত যে, আমরা কাউকে অভিশাপ দিব না বরং আমাদের***

বিরোধীদের জন্যও আমাদের দোয়া করা উচিত কেননা একদিন তারাই ঈমান আনবে।' হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) বলতেন, আমি চৌবারা বা চিলে-কোঠায় থাকতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কক্ষের উপর তিনি (আ.) হযরত আব্দুল করীম সাহেবের জন্য আরেকটি কক্ষ বানিয়েছিলেন। তিনি ওপরে থাকতেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গৃহের নিচের অংশে থাকতেন। এক রাতে নিচের অংশ থেকে এমন ক্রন্দনরোল ভেসে আসে যেভাবে কোন মহিলা প্রসব-বেদনার কারণে চিৎকার করে। আমি আশ্চর্য হলাম এবং পুরো মনোযোগ সহকারে সেই আওয়াজ শুনলাম। তখন জানতে পারলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া করছেন আর বলছেন, ***"হে আল্লাহ্! প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে আর মানুষ সে কারণে মারা যাচ্ছে। হে আল্লাহ্! যদি এরা সবাই মারা যায় তাহলে কে তোমার প্রতি ঈমান আনবে?"***

দেখুন! প্লেগ ছিল সেই নিদর্শন, যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্লেগের নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু প্লেগ যখন আঘাত হানে তখন সেই ব্যক্তি যার সত্যতা প্রমাণের জন্য প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তিনিই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! যদি এরা মারা যায় তাহলে কে তোমার ওপর ঈমান আনবে? অতএব একজন মু'মিনের সাধারণ মানুষকে অভিশাপ দেয়া উচিত নয় কেননা; তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই সে দন্ডায়মান হয়। মু'মিন দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করার জন্যই দন্ডায়মান হয়। সে যদি তাদেরকে অভিশাপ দেয় তাহলে সে রক্ষা করবে কাদেরকে। আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো, ইসলাম এবং মুসলমানদের রক্ষা করা। তাদের হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য ও গৌরব তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। তিনি (রা.) বলেন, ***'উমাইয়া বংশের শাসনামলে মুসলমানদের যে প্রতাপ ও সম্মান ছিল আজ আহমদীয়াত সেই প্রতাপ এবং মাহাত্ম্য মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দিতে চায় অবশ্য এই শর্তসাপেক্ষে যে, আব্বাসী এবং উমাইয়া বংশের রোগ ব্যাধি যেন তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ না করে।'***

অতএব যাদের উন্নত মানে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে তাদেরকে আমরা অভিশাপ কীভাবে দিতে পারি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

এ্যায় দিল তু নীয খাতেরে ইনা
নিগাহ্‌দার - কাখের কুনান্দ দা'ওয়ায়ে
হুব্বে পায়াম্বারম

অর্থাৎ হে আমার হৃদয়! তুমি এদের চিন্তাধারা এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও যেন তাদের হৃদয় কোথাও আবার কলুষিত না হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিবে। (নিজেকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন) সবকিছু সত্ত্বেও এরা তোমার রসূল (সা.)-কে-ই ভালোবাসে আর রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণেই তারা তোমাকে গালি দেয়। অতএব সাধারণ মানুষ অজ্ঞ। মৌলভীরা তাদেরকে যে শিক্ষা দেয় তারা এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। আজও অনেক আহমদী নিজেদের বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠায়। যেমন, পূর্বে যে বিরোধী ছিল, আহমদীয়াতের প্রকৃত চিত্র তার সামনে যখন স্পষ্ট করা হয় তখন তার মাঝে আমূল পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে আমাকেও অনেক অ-আহমদী চিঠি লিখেন, আহমদীয়াতের সত্যতা তারা এভাবে অবগত হয়েছেন এবং তারা লিখেন, ***এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, মৌলভীরা আমাদেরকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করছিল।*** আফ্রিকায় সচরাচর এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক জায়গায় পরবর্তীতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষ লিখেন, মৌলভীরা আমাদের কাছে অর্থাৎ তাদের কাছে আহমদীদের ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরেছিল। অতএব আমাদের এ দোয়াই করা উচিত, ***আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে পাপিষ্ঠ আলেম এবং বিভ্রান্ত নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন আর জনসাধারণকে সত্য বুঝার এবং চেনার তৌফিক দান করুন।***

সত্যিকার মুসলমানের জন্য যা অবধারিত তাহলো, সমস্যা এবং বিপদাপদ আর আশঙ্কা যখন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দের উপকরণ সৃষ্টি করেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মৌলানা রূমীর একটি (ফার্সী) পংক্তি রয়েছে- ***হার বালা কিঁ কওমে রা উ দাদ আস্‌ত - যিরে আঁ ইক গুঞ্জ হ বানাদে আস্‌ত***

অর্থাৎ সেই খোদা জাতিকে যে সমস্যায়ই জর্জরিত করেছেন তার অন্তরালে রেখেছেন তিনি অনেক বড় এক ধন ভান্ডার। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সব সময় এটি পাঠ করে বলতেন, যদি কোন জাতি বা জামাত সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সে যেসব বিপদাপদ, আশঙ্কা এবং সমস্যায় জর্জরিত হয় তা তার জন্য পরিত্রাণ এবং উন্নতির কারণ হয় আর তার সব সমস্যা তার জন্য সুখের কারণ হয় বা তার সব সমস্যার পিছনে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থেকে থাকে। অতএব এখন পুরো উম্মতে মুসলিমাহ্‌র মাঝে প্রকৃত মুসলমান কেবল তারাই যারা যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জন্য যদি কোন সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তবে তা ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য হয়ে থাকে। সত্য যাচাইয়ের এটি অনেক বড় একটি মাপকাঠি, সমস্যার পর সুখ আসে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত স্বাক্ষী, প্রতিটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতির নিশ্চয়তা বা উপকরণ নিয়ে আসে।

বাহ্যিক কারণ ছাড়াও শুধু সাহচর্যের কারণে মানুষের ওপর বাজে চিন্তা-ধারার প্রভাব পড়ে থাকে, এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, কেউ কাউকে কোন পাপে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করুক বা না করুক যদি কোন পাপাচারীর সাহচর্যে মানুষ সময় অতিবাহিত করে তাহলে নিজের অজান্তেই সেই পাপ তার মাঝে ঘর করে বা অনুপ্রবেশ করে। পাপাচারীর প্রভাব অবচেতন মনে বা অজান্তেই পড়তে থাকে। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, একবার একজন শিখ ছাত্র,

যে লাহোরের সরকারী কলেজে পড়াশুনা করতো এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, হুযূরকে সংবাদ পাঠায়, অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে বলে পাঠায়, পূর্বে খোদার সত্তায় আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আমার হৃদয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন, কলেজে যেখানে বা যে আসনে তুমি বসো সেই আসন পরিবর্তন করো।

এরপর সে বলে পাঠায়, এখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই। এ সংবাদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেয়া হলে তিনি বলেন, তার ওপর এক ব্যক্তির প্রভাব পড়ছিল যে তার সাথে বসতো আর সে ছিল নাস্তিক। জায়গা পরিবর্তন বা আসন পরিবর্তনের পর তার প্রভাব পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্দেহ তিরোহিত হয় বা দূর হয়। এক পাপাচারীর কাছে বসলে সে কিছু না বললেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েই থাকে আর ভালো মানুষের সাহচর্যে বসলে সে কিছু না বললেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কাজেই পৃথিবীতে পরস্পরের চিন্তা ধারা পরস্পরকে যে প্রভাবিত করে তা বুঝা যায় না। তাই বিশেষতঃ যুব সমাজকে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের বন্ধুত্ব ও তাদের উঠা-বসা এমন মানুষের সাথে হওয়া উচিত যারা তাদের ওপর নোংরা প্রভাব ফেলবে না। একইভাবে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার বিষয়টি হচ্ছে, এ সম্পর্কে বয়স্কদের বা জ্যেষ্ঠদেরও স্মরণ রাখতে হবে, তারা ছেলেমেয়েদেরকে বা শিশুদেরকে কতিপয় প্রোগ্রাম দেখতে বারণ করবে। শিশুদেরকে এমন অনুষ্ঠান দেখতে না দিলেও, তাদের চরিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক অনুষ্ঠানে সতর্কীকরণমূলক লেখা থাকে, এটি এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়। কিন্তু ঘরে স্বয়ং পিতা-মাতা যদি এমন অনুষ্ঠান দেখেন, তাহলে কোন না কোন সময় ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি এর ওপর পড়বেই। কেননা, পিতা-মাতা দেখছেন। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের অজান্তেই পরিবেশের প্রভাবও পড়ে থাকে এবং শিশুদের তরবীয়ত প্রভাবিত হয়। এমন পিতা-মাতা যারা এসব অনুষ্ঠান দেখে এটি হতেই পারে না যে, এসব অনুষ্ঠান দেখার পর বা এসব অনুষ্ঠান দেখা সত্ত্বেও তারা তাক্বওয়ার উন্নত মানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত টিভিতে অনুষ্ঠান দেখে আর ফজরের সময় নামাযেও যায় না। অতএব পিতা-মাতারও দায়িত্ব নিজেদের ঘরের পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। কেননা, নিজেদের অজান্তেই ছেলেমেয়েদের ওপর এসব বিষয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের তরবীয়ত ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাবিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়ার প্রেক্ষাপটে কিছু মানুষকে বলতেন, ***"দোয়ার জন্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তুমি নযরানা নির্ধারণ কর, আমি দোয়া করব।"*** সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য তিনি (আ.) এই রীতি অবলম্বন করতেন। আর এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার একটি গল্প বা কাহিনী শুনিয়েছেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে কোন এক ব্যক্তি দোয়া করাতে যায় কেননা তার ঘরের দলিলপত্র বা কবলা-নামা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই বুযূর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দোয়া করবো কিন্তু প্রথমে আমার জন্য হালুয়া বা মিষ্টি নিয়ে নিয়ে আস। এতে সেই ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়, দোয়ার জন্য আসলাম আর আমাকে মিষ্টি বা হালুয়া আনতে বলছে! যাহোক তার যেহেতু দোয়ার প্রয়োজন ছিল তাই সে মিষ্টি বা হালুয়া ক্রয় করতে যায় এবং মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি ক্রয় করে। দোকানের মালিক বা মিষ্টি বিক্রেতা যখন একটি কাগজে মুড়িয়ে সেই মিষ্টি দিতে যাচ্ছিল তখন সেই ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠে, এই কাগজ ছিড়বে না, এটিইতো আমার ঘরের দলিল। এর জন্যই তো দোয়া চাইতে গিয়েছিলাম। যাহোক সে মিষ্টি নিয়ে আসে এবং বলে, ঘরের কব্‌লা বা দলিল আমি পেয়ে গেছি। সেই বুযূর্গ বলেন, মিষ্টি বা হালুয়া চাওয়ার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। দোয়ার জন্য সেই সম্পর্ক এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল কিন্তু এরফলে তোমার বাহ্যিক বা জাগতিক কল্যাণও হয়েছে।

এমন অনেক ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। যখন কোন নিষ্ঠাবান বা কোন নিবেদিত প্রাণ অনুসারীর ব্যবসার উন্নতি বা তার সুস্বাস্থের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিশেষ বেদনার সাথে এ জন্য দোয়া করেছেন কেননা; সে বা তারা তাঁর মিশন এবং ইসলাম প্রচারের কাজে অনেক বেশি অসাধারণ আর্থিক সাহায্য করতো। অতএব এমন কুরবানীর কারণে তাদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে একবার তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দু'জন সাহাবী সম্পর্কে একটি ঘটনা শোনাতেন। একজন সাহাবী বাজারে বিক্রি করার জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে যান, অপরজন সেই ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য জিজ্ঞেস করেন। প্রথম সাহাবী মূল্যের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু ক্রেতা বলেন, না এর মূল্য এর চেয়ে বেশি হবে। তিনি যে মূল্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু বিক্রেতা বলেন, আমি সেই মূল্যই নিব যা বলেছি। আর ক্রেতা বলছিলেন, আমি এ মূল্যই দিব যা আমি নির্ধারণ করেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি সাহাবীদের অতি সামান্য একটি ঘটনা। এটি সততা এবং বিশ্বস্ততার এক তুচ্ছ ঘটনা। তারা প্রতিটি পুণ্যের জগতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাও। একজন যদি ধর্মের কোন কাজ করে তাহলে তোমরা তার চেয়ে বেশি কাজ করার চেষ্টা করো এবং অন্যের মোকাবিলায় নিজের আমি-কে বিসর্জন দাও। আমাদের সবার চিন্তা-চেতনা যদি এমনটিই হয়, অর্থাৎ নিজেদের জাগতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পরিবর্তে পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করি, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে চেষ্টা করি তাহলে যেখানে আমাদের নিজেদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য এবং নিজের পুণ্যের জন্য একথা কল্যাণকর হবে, একইসাথে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উপকারী হবে, অনুরূপভাবে এটি জামাতের উন্নতিরও কারণ হবে। অতএব সততা এবং বিশ্বস্ততার এই মান ধরে রাখার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি সব আহমদীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, তাহলো, সব সময় স্মরণ রাখবেন, সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী বা সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। অনুরূপভাবে কাউকে সঠিক পথের দিশা দেয়াও খোদা তা'লারই কাজ। আমাদের ওপর খোদা তা'লা হিদায়াত প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তবলীগের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন কিন্তু কাউকে হিদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আমাদের উচিত এই কাজের জন্য যতটা সম্ভব নিজেদের শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করা। কিন্তু ফলাফল সৃষ্টি করেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। কখনো এটি ভাবা উচিত নয় যে, অমুক ব্যক্তি যদি হিদায়াত পেয়ে যায় এবং আহমদী হয়ে যায় তাহলে জামাত উন্নতি করবে। অনেক সময় মানুষ একথা বলে, অমুক অমুক ব্যক্তি যদি আহমদীয়াত গ্রহণ করে তাহলে আহমদীয়াতের উন্নতি হবে আর আমরাও আহমদী হয়ে যাব।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, কতিপয় লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসতো এবং বলতো, আমাদের গ্রামে অমুক ব্যক্তি বসবাস করে, যদি সে আহমদী হয়ে যায় তাহলে আমরা গ্রামবাসীরাও আহমদী হয়ে যাব। তাদের এই ধারণা সঠিক হয় না কেননা; সেই ব্যক্তি গ্রহণ করলেও অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা ঈমান আনে না এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকেও বিরত হয় না। তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, এক গ্রামে তিনজন মৌলভী বাস করত। গ্রামবাসীরা বলতো, এদের মধ্য থেকে কেউ যদি মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করে তাহলে আমরা সবাই ঈমান আনবো। সেই তিন মৌলভীর একজন বয়আত করে। আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর কৃপা করেছেন এবং তিনি বয়আত করেন। তখন সবাই একথা বলা আরম্ভ করে, একজন মানলে কি আসে যায়, এর তো কান্ডজ্ঞানই নেই, এখনো দু'জন গ্রহণ করেনি, দু'জন তো এমনই আছে যারা মানে নি। এই তিনজন আমাদের বুযূর্গ, এরা মানলে আমরাও মানব। যদিও একজন ঈমান এনেছে তথাপি বলা যায় না যে, তার কান্ডজ্ঞান আদৌ কাজ করছে কি না। এরপর আরো একজন বয়আত করে। কিন্তু তখনও বিরোধীরা বলে, এই দুই মৌলভীর বয়আত করলেই কি, এরা তো নির্বোধ। একজন তো এখনো বয়আত করেনি তাই আমরা মানবো না। অতএব এমন ঘটনা হর-হামেশাই ঘটে থাকে কিন্তু যাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প তারা এ কথাই জপ করতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি মানলে সবাই মানবে, কিন্তু প্রায়শঃ এমনটি ঘটে না।

অতএব আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত খোদার কৃপা লাভের প্রতি। আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করা, এবং যে কাজ করা প্রয়োজন তা করা। মানুষের দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়। অনেকেই এমন আছে যাদের ওপর অনেক সময় মানুষ নির্ভর করে। কিন্তু যাদের ওপর নির্ভর করা হয় তারা নিজেরাই অনেক সময় পরীক্ষায় নিপতিত হয়। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখে, অমুক ব্যক্তি এই এই শর্ত নির্ধারণ করেছে, তাই দোয়া করুন তার শর্ত যদি পূর্ণ হয় তাহলে সে আহমদীয়াত গ্রহণ করবে আর সে আহমদীয়াত গ্রহণ করলে আমাদের এলাকায় বিপ্লব এসে যাবে। হুযূর বলেন, এর সাথে বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই। এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এমন মানুষ দান করুন, যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করবে এবং ধর্মীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।

ভ্রষ্টতা মানবতাকে থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে কত যে বেদনা ছিল বা ব্যাথা ছিল এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে অশিক্ষিত এবং অকুলিন এক মহিলা আসে। জাতপাতের বিষয়টিকে ভারতে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি একজন নীচু বংশের মহিলা ছিলেন, তিনি বলেন, হুযূর! আমার ছেলে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, দোয়া করুন সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তুমি তাকে আমার কাছে পাঠাও যেন সে আল্লাহ্ তা'লার কথা শুনতে পারে। সেই ছেলে অসুস্থ্য ছিল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সেই ছেলে যেহেতু কাদিয়ানেই ছিল তাই তিনি (আ.) বলেন, চিকিৎসা করাচ্ছে ভাল কথা, তাকে আমার কাছেও পাঠিয়ে দিও। সেই ছেলে টিবি বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে সেই ছেলে যখন আসতো তখন তিনি (আ.) তাকে নসীহত করতেন এবং ইসলামের কথা বুঝাতেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম তার মাঝে এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁর (আ.) কথার প্রভাব সেই ছেলের হৃদয়ে পড়া আরম্ভ হতেই তার চিন্তা হয়, কোথাও আমি আবার মুসলমান না হয়ে যাই। তাই এক রাতে সে নিজের মায়ের অজান্তেই কাদিয়ান থেকে বাটালা চলে যায়। বাটালায় যেখানে খ্রিষ্টানদের মিশন ছিল সে সেখানে চলে যায়। তার মা যখন জানতে পারে তখন তিনিও রাতারাতি পায়ে হেঁটে বাটালা যান এবং তাকে ধরে কাদিয়ান নিয়ে আসেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালোভাবে মনে আছে সেই মহিলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়তো এবং বলতো, আমার ছেলে আমার কাছে তত প্রিয় নয়, ইসলামই আমার একান্ত প্রিয় ধর্ম। এই ছেলে আমার একমাত্র সন্তান। আমার বাসনা হলো সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে যদি মারাও যায় আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার মিনতি বা আকুতি গ্রহণ করেন এবং সেই ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরই সেই বেচারা ইহধাম ত্যাগ করে। সেই মহিলাও জানতেন, স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি শেষ বা অন্তিম কোন মানবীয় ওসীলা থেকে থাকে তাহলে তিনি হলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। কেননা, কেবল তাঁর হৃদয়েই ইসলামের প্রকৃত বেদনা ছিল, তিনিই

প্রকৃত বেদনা নিয়ে অন্যদের কাছে বাণী পৌঁছাতে পারেন, তবলীগ করতে পারেন এবং মানাতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংশোধনের রীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ***'অনেক সময় সংশোধন করতে গিয়ে মানুষ ভ্রান্ত পন্থায় এমনভাবে কথা বলে যে, সংশোধনের পরিবর্তে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে।'*** হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংশোধনের পদ্ধতিও বড় সূক্ষ্ম এবং অদ্ভূত ছিল। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তার উপকরণের অভাব ছিল, কথায় কথায় বা কথার ছলে সে বলে, এই অস্বচ্ছলতার কারণে আমি এভাবে ট্রেনে সফর করেছি। তার রীতি ছিল অবৈধ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন তাকে এক রূপী দিয়ে মুচকি হেসে বলেন, আশা করি যাওয়ার পথে তোমার আর এমনটি করার প্রয়োজন হবে না; সে যুগে এক রূপীর অনেক মূল্য ছিল। এভাবে তিনি (আ.) তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সব সময়ই বৈধ কাজ করা উচিত।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বারবার কাজ শেখা এবং পরিশ্রমের প্রতি জামাতের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একজন স্বল্পবোধ বুদ্ধি সম্পন্ন যুবক ছিল। সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছেই থাকতো। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে একটি ছেলে ছিল যার নাম ছিল ফাজ্জা। তিনি (আ.) কাজ শেখার জন্য তাকে কোন মিস্ত্রির সাথে লাগিয়ে দেন। কিছুদিন পরই সে মিস্ত্রির কাজ শিখে নেয় এবং পুরোদস্তর মিস্ত্রি হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, তার বোধ-বুদ্ধি নিতান্ত স্বল্প হলেও সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক ছিল। সে অ-আহমদী হিসেবে এখানে আসে এবং পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তার বোধ-বুদ্ধি যে কত স্বল্প ছিল এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এর চিত্র হলো একবার কয়েকজন অতিথি আসেন। তখন পৃথক কোন অতিথিশালা ছিল না। প্রাথমিক যুগের কথা, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঘর থেকেই অতিথিদের জন্য খাবার পাঠানো হতো। শেখ রহমতউল্লাহ্ সাহেব, ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, খাজা কামালউদ্দিন সাহেব, কুরাইশি মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং মুফরাহ আম্বরির আবিষ্কারক কাদিয়ান আসেন এবং তাদের সাথে আরো এক বন্ধু ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের জন্য চা প্রস্তুত করান আর ফাজ্জাকে বলেন, অতিথিদের চা পান করাতে। সে আবার কাউকে চা দিতে ভুলে না যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে তাকীদ করেন, দেখ! পাঁচ জনকেই চা দিতে হবে, কাউকে ভুলবে না যেন আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুরোনো আরো একজন ভৃত্য যার নাম ছিল চেরাগ, তাকেও সাথে পাঠান। তাদের উভয়ে যখন অতিথিদের জন্য চা নিয়ে যায় তখন জানা যায়, মেহমানরা কক্ষে ছিল না বরং তারা সবাই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে গিয়েছেন। এই দু'জন চা নিয়ে সেখানে চলে যায়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, চেরাগ পুরোনো কর্মচারী ছিল। সে প্রথমে চায়ের পেয়ালা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সামনে রাখে, কেননা; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুণ্য এবং পদ মর্যাদার কথা তার মাথায় ছিল। তাই সে চায়ের পেয়ালা প্রথমে তাঁর সামনে রাখে। কিন্তু ফাজ্জা তার হাত ধরে ফেলে এবং বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। চেরাগ তাকে চোখের ইশারায় এবং কনুই দিয়ে গুতো মেরে একথা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি কিন্তু এখানে তিনিই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তাই প্রথমে চা তাঁর সামনে রাখা উচিত। কিন্তু ফাজ্জা বারবার শুধু একথাই বলছিল, হযরত সাহেব শুধু পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তার বোধ-বুদ্ধির দৌড় এ পর্যন্তই ছিল, এতটুকু কথাও সে বুঝত না। কিন্তু মিস্ত্রির সাথে যখন তাকে নিযুক্ত করা হয় তখন স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে মিস্ত্রি হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, (বিভিন্ন দরিদ্র দেশসহ অন্যান্য দেশে আর এখানেও এসে অনেকেই অকর্মণ্য বসে থাকে) মানুষ সামান্য মনোযোগ দিলেই কোন না কোন কাজ শিখতে পারে এবং আয়-উপার্জন করতে পারে বরং জনকল্যাণমূলক ও মানব সেবামূলক কাজেও অবদান রাখতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখানে এক ব্যক্তি ছিল যে পরবর্তীতে নিবেদিত প্রাণ আহমদী হয়ে যায়। হুযূরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে হুযূর (আ.) বিশ বছর পর্যন্ত তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ হলো, তার একটি কথায় হুযূর খুবই অসন্তুষ্ট হন। আর ঘটনাটি যেভাবে ঘটে, তাহলো, তার এক ছেলে মারা যায়। ভাইকে নিয়ে হুযূর (আ.) নিজেই তাদের ঘরে শোক প্রকাশ করতে যান। তাদের রীতি ছিল ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি আসলে তাকে জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদতো এবং চিৎকার করতো। এই রীতি অনুসারে সেই ব্যক্তি হুযূরের বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে গিয়ে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর অনেক বড় যুলুম করেছেন, নাউযুবিল্লাহ্। একথা শুনে হুযূরের এমন ঘৃণা জন্মে যে, সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাও তিনি আর পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন, সে এই অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয় এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের সাথে এক নাস্তিক পড়ালেখা করতো, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ কি এ-সংক্রান্ত ঘটনা শোনাচ্ছেন। একবার যখন ভূমিকম্প হয় তখন তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই রাম রাম শব্দ বেরিয়ে আসে। সে প্রথমে হিন্দু ছিল কিন্তু

পরে নাস্তিক হয়ে যায়। মীর সাহেব একথা শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তো আল্লাহ্‌কে মানো না তাহলে রাম রাম বললে কেন? সে বলে, ভুল হয়ে গেছে, এমনিতেই বা অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে বা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আসল কথা হলো নাস্তিকরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার মান্যকারীরা জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই মৃত্যুর সময় বা ভয়ের সময় নাস্তিকরা বলে, হতে পারে আমি ভ্রান্তিতে রয়েছি, নতুবা তারা যদি জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে এর পরিবর্তে যা হতো তাহলো, মৃত্যুর সময় নাস্তিকরা অন্যদের বলতো, আল্লাহ্ সম্পর্কে অলীক ধারণা ছেড়ে দাও, কোন খোদা নেই কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের এটি অনেক বড় একটি প্রমাণ যে, সব জাতির মাঝেই এই ধারণা বিদ্যমান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর (আ.) আন্তরিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই অবস্থার ধারণা এই নোট থেকেও করা যায় বা করা যেতে পারে যা তিনি তাঁর এক ব্যক্তিগত নোটবুকে লিখেছেন এবং যা আমি নোটবুক থেকে সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিয়েছি। তিনি (আ.) দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য সেই নোট লিখেন নি যে কারণে কেউ এতে কোনরূপ কৃত্রিমতা আছে বলে মনে করতে পারতো। এটি তাঁর প্রভুর সাথে একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছিল আর আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর এক বিনয়াবনত দোয়া ছিল যা লেখকের কলম থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছেছে। এমনিতে সেই নোট দুনিয়াতে প্রচারিত হওয়ার জন্য লেখা হয়নি আর তা সম্ভবও ছিল না যদি আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে তা আমার হাতে না পৌঁছাতেন আর আমি তা প্রচার না করতাম। এই লেখায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেন, ***"হে খোদা! আমি তোমাকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি, যখন কোন বন্ধু এবং সহমর্মী আমার কোন সাহায্য করতে পারে না তখন তুমিই আমায় আশ্বস্ত কর এবং সাহায্য কর।"*** এহলো সেই নোটের মর্মার্থ।

সকল আহমদীর নৈতিক চরিত্রের মান অতি উন্নত হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার এ সম্পর্কে নসীহত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর নিজের আদর্শ কেমন ছিল, বিরোধীদের সাথে তিনি কীরূপ সদ্ব্যবহার করতেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, একবার হিন্দুদের মধ্য থেকে এক ভয়াবহ বিরোধীর স্ত্রী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসক তার জন্য যেসব ঔষধ প্রস্তাব করেছে সেগুলোর একটি ছিল কস্তুরি। সে যখন অন্য কোন জায়গা থেকে কস্তুরি পায়নি তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং নিবেদন করে, যদি আপনার কাছে কস্তুরি থাকে তাহলে আমাকে দিন। সম্ভবত তার এক বা দুই রত্তি কস্তুরির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে নিজেই বর্ণনা করে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বোতল ভরে কস্তুরি নিয়ে আসেন এবং বলেন, ***আপনার স্ত্রীর রোগ খুবই মারাত্মক তাই পুরোটাই নিয়ে যান।***

অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি শিক্ষা দিতেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, তাঊন শব্দ অর্থাৎ প্লেগ "তান" থেকে উদ্ভূত, আর এর অর্থ হলো, বর্শা নিক্ষেপ করা। সেই খোদা যিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখিয়েছেন তিনি এখনো বিদ্যমান। এখনো তিনি অবশ্যই স্বীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ করবেন। তিনি নীরব থাকবেন না বরং আমরা নীরব

যদি কোন জাতি বা জামাত সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সে যেসব বিপদাপদ, আশঙ্কা এবং সমস্যায় জর্জরিত হয় তা তার জন্য পরিত্রাণ এবং উন্নতির কারণ হয় আর তার সব সমস্যা তার জন্য সুখের কারণ হয় বা তার সব সমস্যার পিছনে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থেকে থাকে। অতএব এখন পুরো উম্মাতে মুসলিমাহ্‌র মাঝে প্রকৃত মুসলমান কেবল তারাই যারা যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জন্য যদি কোন সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তবে তা ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য হয়ে থাকে।

থাকব আর জামাতকে নসীহত করবো, নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন আর জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিন, এমন একটি জামাতও পৃথিবীতে থাকতে পারে যারা সকল প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ বা উত্তেজনাকর কথাবার্তা শুনেও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

দোয়ার কথা আমি পূর্বেই বলেছি, কত বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া করতেন। প্রধানতঃ অভিশাপ দেবে না, দ্বিতীয়তঃ সকল নৈরাজ্যের মুখে আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটাতে হবে। দোয়ায় বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, ***"যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, দোয়ার সময় সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে না তাহলে কৃত্রিমভাবে হলেও তার কান্নাকাটির চেষ্টা করা উচিত। যদি সে এমনটি করে তাহলে এরফলে সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হবে।"***

দোয়ায় কীরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত, এর সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, ***"কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা আর শত্রু কর্তৃক এভাবে পরিবেষ্টিত থাকার কারণ হলো, আমাদের মাঝে এমন একটি শ্রেণী আছে, যারা দোয়ায় আলস্য প্রদর্শন করে*** আর আজও একথা সত্য, অনেকেই এমন আছে যারা দোয়া করতেও জানে না। তারা এটিও জানে না যে, দোয়া কাকে বলে। আমরা বিপ্লবের বুলি আওড়াই ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***"এক প্রকার মৃত্যু বরণের নামই হলো দোয়া।"*** তিনি (আ.) বলতেন, ***'জো মাঙ্গে সো মর রাহে, জো মরে সো মাঙ্গান জা'*** অর্থাৎ কারো কাছে চাওয়া এক প্রকার মৃত্যু আর মৃত্যু বরণ করা ছাড়া কোন মানুষ চাইতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন না করবে সে চাইতে পারবে না। তাই দোয়ার অর্থ হলো, মানুষের নিজের ওপর সে এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এ কাজ করতে পারি সে কখনো সাহায্যের জন্য অন্য কাউকে ডাকবে না। কাপড় পড়ার জন্য এক ব্যক্তি পাড়ার লোকদের কি ডাকবে যে, আস আমাকে কাপড় পরাও? অথবা প্লেট বা থালা-বাসন ধোয়ার জন্য অন্যদেরকে বলবে কি যে, আস আমার প্লেট ধুয়ে দাও? বা কলম উঠানোর জন্য অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় কি? মানুষ তখনই অন্যের কাছে সাহায্য চায় যখন সে জানে, এ কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব নয় নতুবা যে মনে করে, আমি এই কাজটি নিজেই করতে পারি সে কখনো অন্যের কাছে সাহায্য চায় না। কেবল সেই ব্যক্তিই অন্যের কাছে সাহায্য চায় যে বিশ্বাস রাখে, এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছেও সেই ব্যক্তিই চাইতে পারে যে তাঁর সামনে নিজকে মৃত জ্ঞান করে এবং তাঁর সামনে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সহায় শক্তিহীন হিসেবে প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পথে মৃত্যু বরণ না করবে ততক্ষণ তার দোয়া, দোয়া নয়। এটি এমনই একটি বিষয় হবে যেভাবে একজন পদক্ষেপ উঠানোর শক্তি রাখা সত্ত্বেও সাহায্যের জন্য অন্যদেরকে ডাকে, তার একাজ কি হাস্যকর নয়? যখন একজন জানে, তার মাঝে কলম উঠানোর শক্তি আছে তখন সে তাকে সাহায্য করবে না। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি এটি বিশ্বাস রাখে যে, আমি অমুক কাজ করতে পারি, সে যদি এর জন্য দোয়া করে তাহলে তার দোয়া প্রকৃত দোয়া হবে না। তার দোয়াই প্রকৃত দোয়া আখ্যা পাওয়ার যোগ্য, যে নিজে নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে এবং নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই অবস্থা যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে সে-ই আল্লাহ্‌র দরবারে সফল এবং তার দোয়াই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারি আর ইবাদতেরও উন্নত মানে উপনীত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য দোয়া করার তৌফিক দিন এবং এর জন্য যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়, তাও যেন আমরা পালন করতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

বিজ্ঞপ্তি

১। সকলে অবগত আছেন যে, জলসা সালানা কাদিয়ান আগামী ২৬,২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। এতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) মসজিদ বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে জলসা সালানা কাদিয়ান-এর শেষ অধিবেশনে সমাপনি বক্তৃতা প্রদান করবেন, ইনশাআল্লাহ্, যা এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ইং তারিখে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪ ঘটিকায় সরাসরি সম্প্রচার করবে।

২। বাংলাদেশের ৯২তম সালানা জলসা ২০১৬ উপলক্ষ্যে এমটিএ বাংলা নযম (বাংলা/উর্দু) লিখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। নির্বাচিত ৩টি নযম সালানা জলসায় পরিবেশন করা হবে। এছাড়া বিজয়ীদের জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। নযম-এর বিষয়গুলো হল: ক) সালানা জলসা বাংলাদেশ, খ) আহমদীয়া খেলাফত, গ) আহমদীয়াত এবং এমটিএ। নযম কমপক্ষে ১২ লাইন হতে হবে, যা আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নোল্লেখিত ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নযম পাঠানোর ঠিকানা: ই-মেইল
jalsa@mtabangla.tv

ডাক যোগে পাঠাবার ঠিকানা: এমটিএ বাংলা, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ খায়রুল হক
সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৩তম কিস্তি)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

"যা-উশ্বাকে ফুরকান ও পয়গম্বরেম
বা-দী আমদেম ও বার্দী বাগুয্‌রেম।"

(অর্থাৎ আমরা কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত। এ দ্বীন সহকারে আমি এসেছি এবং এ দ্বীন সহকারেই ইহলোক ত্যাগ করবো)।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো, ***'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।*** এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন 'খাতামান-নবীঈন' ও 'খায়রুল মুরসালীন', যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোনো ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোনো একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামা'ত বহির্ভূত, ধর্ম ত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে-মুস্তাকীমের উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোনো মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না। আমরা যা কিছু লাভ করি তা কেবল [তাঁর (সা.) আনুগত্যে আত্মিক] প্রতিবিম্বন ও মধ্যস্থতা স্বরূপ লাভ করে থাকি।

আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, যে-সকল সৎ-সাধু ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচার্যে সম্মান ও সৌভাগ্যে অভিসিক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সব মার্গ পুরোপুরি অতিক্রম করেছেন তাঁদের (অর্জিত) উৎকর্ষ ও বৈশিষ্টাবলীর মোকাবিলায়ও আমাদের উৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য–যদি আমরা অর্জন করে থাকি তবে তা প্রতিবিম্বনের পর্যায়ে পর্যবসিত। আর তাঁদের মাঝে রয়েছে এমন কোনো কোনো আংশিক স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য যা এখন আমরা কোনো উপায়েই লাভ করতে পারি না। মোটকথা, আমাদে ঈমান রয়েছে ঐ যাবতীয় বিষয়ে, যা কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বয়ে এনেছেন। এর বাইরে নতুন সব অলীক প্রথা ও বেদা'তকে আমরা এক প্রকাশ্য ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামে পৌঁছানোর পথ বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের (মুসলমান) জাতির মাঝে এমন লোক বিপুল সংখ্যায় রয়েছেন যারা কুরআন করীমের এবং পবিত্র হাদীসের কিছু গভীর সূক্ষ্ম-জ্ঞান-তত্ত্ব 'কাশ্‌ফ ও ইলহাম' তথা দ্বিব্যদর্শন ও ঐশীবাণীর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে অধিকতর স্পষ্টকারে প্রকাশিত হলে সেগুলোকেও কু-প্রথা ও বেদা'তের শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেন। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের গভীরতর সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বসমূহ সর্বদা 'আহ্‌লে কাশফ' (তথা দিব্যদর্শী) সিদ্ধ সাধক বৃন্দের (কাশ্‌ফ ও ইলহামের) মাধ্যমে সুপ্রকাশিত হয়ে এসেছে এবং যুগে যুগে উলামাবৃন্দ সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে এসেছেন। কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ উলামার আজব এই স্বভাব ও রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, 'ইলহামে ভিলায়াত' তথা অলি-আল্লাহদের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণীর যে ধারাটি কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না সে-ধারায় যদি যথোপযুক্ত সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোনো সংক্ষেপে বর্ণিত অস্পষ্ট 'কাশফ' (দ্বিব্য দর্শন বা সত্য স্বপ্ন) এবং কুরআন শরীফের কোনো কোনো উপমা বা রূপকাশ্রিত বর্ণনার তফসীর (ব্যাখ্যা) করা হয় তবে তারা সেটিকে অস্বীকার ও উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন অথচ সিহাহ্ তথা প্রামাণ্য হাদীস-গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এ হাদীসটি তাঁরা

সব সময় পড়ে থাকেন যে কুরআন করীমের 'যাহর' ও 'বাত্‌ন' তথা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দুটো স্তর বা রূপই রয়েছে এবং 'বিস্ময়াবলী' (গভীর সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ) কিয়ামতকাল অবধি নিঃশেষ হতে পারে না। আর তাঁরা নিজ মুখে স্বীকারও করেন যে অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দেসীন (হাদীসবিদ) আওলিয়াদের কাশ্‌ফ ও ইলহামকে সহীহ্‌ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত বলেই মনে করেন।

আমার প্রণীত 'ফতেহ ইসলাম' ও 'তৌযিহে মারাম' দু'টি পুস্তকে 'কাশ্‌ফ' ও ইলহাম' তথা দিব্যদর্শণ ও ঐশীবাণী লব্ধ আমার সম্পর্কিত যে বিষয়টি আমি ব্যক্ত করেছি– অর্থাৎ (এ উম্মতে আগমনকারী) প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ দ্বারা এ অধমকেই বোঝায়–আমি শুনেছি এর দরুন আমাদের কতিপয় উলামা উত্তেজিত হয়ে ওঠেছেন। তারা এ বিবৃতিটিকে এমনই সব বেদা'তের আওতাভুক্ত বলে মনে করেছেন, যা কিনা 'ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) বহির্ভূত এবং 'মুত্তাফাক আলাইহে' তথা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের পরিপন্থী। কিন্তু তাদের এরূপ মনে করাটা সম্পূর্ণ ভুল ও সত্যের অপলাপ।

প্রথমত জানা উচিত, 'মসীহ্‌র অবতরন' সংক্রান্ত বিশ্বাস এমন কোন বিশ্বাস নয় যা আমাদের 'ঈমান সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াবলী' কোনো অংশবিশেষ কিংবা আমাদের দ্বীনের রোকন বা মূল স্তম্ভ ও ভিত্তিসমূহের মধ্যকার কোনো একটি। বরং শত শত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এটি এক ভবিষ্যদ্বাণী, ইসলামের মূল-তত্ত্বের সাথে যার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। যে-যুগ পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণীটি বর্ণনা করা হয় নাই সে-যুগ পর্যন্ত ইসলাম কিছুমাত্রও ত্রুটিযুক্ত ছিল না। আর যখন এটি বর্ণিত হলো তখন এতে করে ইসলাম তেমন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়নি। আর ভবিষ্যদ্বানী সমূহের ক্ষেত্রে এমনটি জরুরী নয় যে এগুলো আবশ্যকীয় ভাবে আক্ষরিক অর্থে বাহ্যিক আকারেই পূর্ণ হবে। বরং অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন সব গোপন রহস্য নিহিত থাকে বাস্তবে পূর্ণ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যা সেই নবীগণও অনুধাবন করতে পারেন না যাঁদের প্রতি ওহী (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়ে থাকে, সে-অবস্থায় অন্যান্য লোক কী করে এগুলো নির্দিষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবে? লক্ষ করুন, যে-অবস্থায় আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.) নিজে স্বীকার করেন যে, কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী যে-ভাবে পূর্ণ হবে বলে মনে করেছিলেন সেগুলো সে ভাবে পূর্ণ না হয়ে বাস্তবে ভিন্ন রূপে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে অন্যান্য লোক ধরুন সমগ্র উম্মতই হোক না কেন– তারা কী করে দাবী করতে পারে যে তাদের অনুধাবন করতে কোনো ভুল-ত্রুটির অবকাশ নেই? সত্যের দিশারী বিগত বুযূর্গানে উম্মত সর্বদা এ পন্থাটিই পছন্দ করে এসেছেন যে, সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে যেন ঈমান রাখা হয় এবং এর বিস্তারিত বিষয় এবং বাস্তবে কীভাবে তা পূর্ণ হবে সে বিষয়টি খোদা তা'লার ওপর ছেড়ে দেন। আমি ইতোপূর্বেও লিখে এসেছি, সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি যাতে করে ঈমান সহিহ্‌-সালামত থাকতে পারে সেটি এই যে, কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক বিবরণ বা আক্ষরিক শব্দাবলীর ওপর যেন জোর না দেয়া হয় এবং জোরপূর্বক অদেশের সুরে কেবল এ দাবী না করা হয় যে, অবশ্য অবশ্যই এটি আক্ষরিক ও বাহ্যিক আকারেই পূর্ণ হবে। খোদা করুন পরিশেষে যদি সে-আকারে পূর্ণ না হয় তাহলে তো ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধেই নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে ঈমান হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

'তোমরা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে কেবল এগুলোর আক্ষরিক ও বাহ্যিক বর্ণনার গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখবে, কোন রূপকতা বা ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে কখনও গ্রহণ করবেন না'–এই মর্মে কোন তাগিদপূর্ণ নির্দেশ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব বোঝা উচিত (বাস্তবে পূর্ণ হওয়ার আগে) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে যখন স্বয়ং নবীদের পক্ষে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা ছিল, সেখানে উম্মতের অন্ধসূলভ 'ইজমা' (সর্বসম্মত ঐক্যমত) বলে আবার কী-বা থাকতে পারে?! এছাড়া আমি কয়েকবারই বর্ণনা করে এসেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে কোনো 'ইজমা' বলতে কিছু নেই। কুরআন শরীফ চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত ভাবে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে মসীহ্‌র মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং চিরকালের জন্য তাঁকে (পৃথিবী থেকে) বিদায় জানায়। ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত সহীহ্‌ হাদীসে "ইমামুকুম মিনকুম" লিখে নিরব থাকেন, অর্থাৎ সহীহ্‌ বুখারীতে (আগমনকারী) মসীহ্‌র কেবল এটুকুই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যে, "তিনি একজন ব্যক্তি তোমাদেরই মধ্যকার হবেন এবং তোমাদেরই ইমাম হবেন।" দামেস্কে 'ইন্দাল মিনারাহ' তথা মিনারার কাছে অবতীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে মওজুদ রয়েছে বটে, কিন্তু এতে করে উম্মতের 'ইজমা' প্রমাণিত হতে পারে না। বরং এ-ও প্রমাণিত হওয়া দুরূহ যে, 'দামেস্ক' শব্দ দ্বারা বস্তুত: দামেস্ক নগরই বুঝায় বলে প্রকৃতপক্ষে ইমাম মুসলিমের অভিমতও ছিল। ছিল বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তবে কেবল একজন ব্যক্তির অভিমত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী সমুহের ক্ষেত্রে যখন খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণের অভিমতও 'ইজতিহাদী (অনুধাবনমূলক) ভুল' থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না তখন ইমাম মুসলিমের অভিমত কী করে ত্রুটি মুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে?

আমি পুনরায় বলছি, এ সম্পর্কে মুসলমানদের সাধারণ ভাবে প্রচলিত ধারণাটি, তাদের মাঝে ওলী-আল্লাহ্‌গণ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও 'ইজমা' নামে অভিহিত হতে পারে না। বস্তুত মুসলমানরা এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক রূপ ও আকার মেনে নিয়েছেন। তবে যথাসম্ভব এসব ভবিষ্যদ্বাণীর এমন আরও বিস্তারিত বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে যা এখনও প্রকাশিত হয়নি– খোদা তা'লা এমনটি করতে সক্ষম নন বলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদৌ কোন দাবী নেই এবং থাকা উচিতও নয়। প্রকৃতপক্ষে সকল নবী-রসূলের এ রীতি চলে এসেছে যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বাস্তবে কীভাবে পূর্ণ হবে সে-বিষয়টি তারা খোদা তা'লার ব্যাপকতর ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিতেন। এ কারণেই এ সকল পূত-পবিত্র মানবগণ ঐশী শুভবার্তাসমূহ পাওয়া সত্ত্বেও দোয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন না। যেমন, বদরযুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সৈয়দ ও মৌলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেঁদে কেঁদে দোয়ায় ব্যাপৃত থাকেন এ ধারণা বা চিন্তা থেকে যে, যথাসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন বিষয়াবলী লুকায়িত থাকতে পারে, অথবা সেগুলোতে এমন শর্তাবলী যুক্ত থাকতে পারে, যার জ্ঞান আমাদের দেয়া হয়নি। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৪১)

যীশুর কাশ্মীরে আগমণ সংক্রান্ত আরো কিছু প্রমাণ

* 'The Nazarene' Gospel Restored by Robert Graves and Yashus podro" নামক গ্রন্থে আছে যে, যীশু ভাববাদী ছিলেন এবং ক্রুশে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ক্রুশীয় ঘটনার পর তিনি পূর্বদেশে হিজরত করেন।

* 'Heart of Asia ' নামক পুস্তকে আছে যে, শিষ্যগণ যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা করার পর তিনি কাশ্মীর আগমন করেন এবং সেই খানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার কবর শ্রীনগর শহরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

* Jesus in Rome' পুস্তকেও যীশুর ভারত আগমন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু ডাইজেষ্ট' এ 'যীশুর ভারত যাত্রা'-নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক মিঃ জ্ঞানচন্দ্র এম-এ যীশুর ভারত আগমন সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পেশ করিয়াছেন (১৯৬০ ইংরাজীর ডিসেম্বর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

* ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওয়াহের–লাল নেহেরু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ `Glimpses of World History', Page 84, লিখিয়াছেন যে, Allover Central Asia, in Kashmir and Laddakh, Tibet and even further North, there is still a strong belief that Jesus or Isa travelled about there. অর্থাৎ–যীশু মধ্য–এশিয়া কাশ্মীর, লাদ্দাখ, তিব্বত, প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

তিব্বতের মারবুর নামক দুর্গম স্থানের হিমিস মঠে একখানি হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহার অনুবাদ জনৈক রাশিয়ান Dr. Notovitch একটি পুস্তক 'Unknown life of Jesus' (1894) নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যীশুর কাশ্মীর আগমন এবং তাঁহার জীবনের আরও বহু ঘটনাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদা নন্দজী আসল পাণ্ডুলিপিখানা দেখিয়াছেন ও কোন কোন অংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (দেখুন 'বিচিত্রা' পৌষ সংখ্যা ১৯৩৬ ইংরেজী ও কাশ্মীর ও তিব্বতে, ২৫পৃঃ ১৫৬ পৃঃ)।

ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু এম–এ, ১৯৫৯ সনের ২২শে জুলাই সংখ্যা 'সমাজে' প্রবোধ কুমার সাণ্যাল কৃত 'দেবতাত্মা হিমালয়' ২য় খণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন যে, যীশু ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করার পর কাশ্মীরে দেহরক্ষা করেন।

'প্রবোধ সাণ্যাল চরিত উত্তর হিমালয়' পুস্তকের ১৮৬ পৃষ্ঠায় যীশুর এই কবরের বর্ণনা দিয়াছেন। বিনোদন পত্রিকায় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এফ এইচ হাসনাইনের মূল প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতিসহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যে যীশুর কবর তাহা ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে (এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং) এবং বলা হইয়াছে যে, এই ইছু আছফই ইছা (আ.) (তারিখে কাশ্মীর)।

Jesus Died in Kashmir পুস্তকে স্পেনীয় পণ্ডিত ফেবার কাইজার এই কবরটি যীশুর কবর বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীনগরের রুশনী পত্রিকার সম্পাদক Christ in Kashmir নামক পুস্তকে বহু পণ্ডিত ও গবেষকের উদ্ধৃতি মোতাবেক ইহা যে ইছার (আঃ) কবর তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কৃত তবকথামৃতম, ৪১ পৃঃ, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০, আনন্দবাজার, ১৯/৮/৮১, The Daily Life (Chittagong) ৩১/৭/৮০ দ্রষ্টব্য।

বোম্বের বুদ্ধ সোসাইটির সম্পাদকের বক্তৃতার বিবরণ, নটোভিচ ও রামতীর্থের বক্তৃতার উদ্ধৃতি, যাহাতে যীশুর কাশ্মীর 'আগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তা 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' পুস্তকের ৮-১১, ১৪৩-১৪৮, ১৮৮-১৯৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

মাইকেল বার্ক 'Among the Dervishes' পুস্তকেও যীশুর এই কবর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিন্ধাচলের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে 'নাথ নামাবলী' নামক একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে আছে যে, ঈশাইনাথকে হস্ত–পদে কীলক প্রোথিত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীগণ হত্যা করিবার চেষ্টা করে এবং শূলে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কবর দেয়, কিন্তু সেই কবর হইতে পলায়ন করিয়া

তিনি আর্যভুমিতে চলিয়া আসেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে মঠ স্থাপন করেন। খানইয়ারীতে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে (প্রবাসী, মাঘ সংখ্যা , ১৩০৩ বাংলা)।

কাশ্মীরের ইতিহাস 'তারিখে আজম' পুস্তকে এই কবরটিকে বিদেশ হইতে আগত ' ইস্যুআছফ' নবীর কবর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

'Millar Burrows' লিখিত More light on the Dead Sea Scrolls' নামক পুস্তকের ২১০ এবং ২১১ পৃষ্ঠায় 'আছফ' শব্দের অর্থ 'একত্রকারী' বলা হইয়াছে (তৎসংগে দেখুন, হিব্রু ইংলিশ অভিধান ইহুদ বিন ইহুদা কৃত ১২৮ পৃঃ)। অতএব 'ইস্যু আছফ' বলিতে একত্রকারী ইস্যু নবী যীশুর কথাই বুঝায়। ' ভবিষ্য পুরাণে' 'যীশু' ও 'ইস্যুআছফ'কে একই ব্যক্তি বলা হইয়াছে (Jesus in Rome ও ভবিষ্যপুরাণ ২৮০ পৃঃ শ্লোক ২১-৩১)। যীশুকে 'আছফ' বা 'একত্রকারী' এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তিনি ইস্রায়েলের হারান গোত্রগুলির সন্ধান করিয়া এক পালকের অধীনে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন (দেখুন, যোহন, ১০ ঃ ১৬)।

হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত আরবী গ্রন্থ ইকমালুদ্দীনে লিখিত আছে যে, এই নবী বহুদেশ ভ্রমন করিয়া কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাশগড় হইতে ছয় মাইল দূরে যীশুর মাতা মরিয়মের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে (Heart of Asia, Page-39) ।

ক্রুশীয় ঘটনার পর যীশু যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 'Encyclopaedia Britanica' তে প্রকাশিত যীশুর বৃদ্ধকালের চিত্র হইতেই স্পষ্ট প্রমানিত হয়। কাপড়ের ওপর অঙ্কিত এই ছবিগুলি রোমের সেন্টপিটার্স গীর্জায় রক্ষিত আছে। ১৮০০ বৎসর যাবৎ খ্রীষ্টানগণ এইগুলিকে পবিত্র আমানত হিসাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

যীশু যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, তাহা Early History of the Christian Church by Duchesne পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

বিশপ ইরুনিয়স তাহার পুস্তক Reputation of Innovations এর তৃতীয় অধ্যায়ে যীশুর দীর্ঘকাল জীবিত থাকার বিষয় স্বীকার করিয়াছেন।

লন্ডনের হীবর্ট জার্ণেলে সৈয়দ আমির আলী ইছার (আঃ) কাশ্মীরে আগমন ও তথায় মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার করিয়াছেন (দেখুন, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৮)।" [৩৪]

(৩) 'বার্ণারস ট্রাভেলস'ঃ এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইরান, আফগানিস্তান, খোরাসান, সমরকন্দ, ভারত, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ইহুদী বংশোদ্ভুত লোক বসবাস করে এবং আজও এদের নাম, গ্রামের নাম, গোত্রের নামের সংগে বাইবেলে লিখিত বণী–ইস্রায়েলী নামের মিল দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) মহারাজা শালিবাহনের সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎঃ

 'শালিবাহন' নামক একজন প্রাচীন মহারাজা (উজ্জয়ন তথা মধ্য–প্রদেশের রাজা) হিমালয় অঞ্চলে যাত্রাকালে সেখানে কাশ্মীরে, যীশুর সংগে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। এই ঘটনার কথা হিন্দু শাস্ত্রের ভবিষ্য–পুরাণে (প্রতিস্বর্গ পর্বের ১৯ অধ্যায়ে) উল্লেখ রয়েছে। সাক্ষাৎ-কালে রাজা যীশুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যীশু উত্তরে বলেন যে, তিনি কুমারী–গর্ভজাত এবং তিনি ঈসা। মহারাজার বর্ণনা মতে যীশুর গাত্র–বর্ণ ছিল স্বর্ণালী এবং তাঁর পরিহিত পোষাক ছিল শুভ্র বর্ণের (ভবিষ্য পুরাণঃ প্রতিস্বর্গ পর্ব, ১৯ঃ ২৮–৩০)।

(৫) The Riddle of the Scrolls by H E Del Medico***ঃ*** এই পুস্তকের মধ্যে ফিলিস্তিনের কামরান উপতাকার গহব্বর হতে প্রাপ্ত কতিপয় মৃৎপাত্রে হিব্রু ভাষায় লিখিত কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তিকাগুলি Dead Sea Scrolls নামে পরিচিত। এগুলোর বিবরণ হতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে যীশু মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং পর্বত গুহার কবর হতে জীবিত বের হয়ে বহু স্থানে সফর করেছেন।

(৬) 'ইটালীর Shroud of Turin***ঃ*** ইটালীর তুরিন শহরে কাফনের যে বস্ত্রটি সংরক্ষিত আছে, সেটার মূল–সূত্রের ব্যাপারে বেশ কিছু অনিশ্চয়তার অবকাশ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে যে সকল তথ্য–প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যীশুর দেহের ছাপ, কাঁটার মুকুটের ছাপ, তাঁর কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশের ছাপ, তাঁর কোমর–বন্ধনী, রক্তের দাগ, বেত্রাঘাত–জনিত ছাপ, ইত্যাদি বিষয়গুলো উক্ত কাফনের এমন বৈশিষ্ট্য, যেগুলো যীশুর কাফনের দিকেই ইঙ্গিত করে।---পোপ Sixtus IV–এর মন্তব্যঃ "The Shroud is Coloured with blood of Christ." ফলতঃ বিষয়টি সম্পর্কে অনেক গবেষণা চলছে এবং ফলাফল সম্পর্কে মত–বিরোধ রয়েছে। তাই স্মর্তব্য যে, এই কফিনটির প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নয় (বিস্তারিত জানার জন্য 'The Origins of the Shroud of Turin' by Charles Freeman (Published Nov 2014 এবং Kurt Berna প্রণীত 'Christ Did not Perish on the Cross' (Published in 1962) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও প্রকাশনা দ্রষ্টব্য)।

(৭) যীশুর আকাশে চলে যাওয়ার বর্ণনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রক্ষেপন এবং সংযোজনের প্রমাণঃ যীশুর আকাশে চলে যাওয়া সম্বন্ধে বাইবেলের 'মার্ক' নামক সংকলনের শেষ অধ্যায়ের শেষোক্ত ১২টি শ্লোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের যে সংস্করণ প্রকাশ করা হয়, তাতে উক্ত বারটি শ্লোক সংযোজিত করা হয়েছে। তদন্তের পর ১৮৮১ সনের সংশোধিত সংস্করণে উক্ত ১২টি শ্লোককে মূল টেক্সট হতে বাইরে রেখে 'মার্জিনাল নোট' উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার জন উইলিয়ম বারগণ যে 'বাইবেল–কমেন্ট্রি' লিখেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন কাল থেকে সেন্ট মার্কের সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের অষ্টম পদের পর 'TEAOS' (সমাপ্ত) কথা লেখার প্রথা রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তী ১২টি শ্লোক পরে ঢুকানো হয়েছে, যাতে যীশুর আকাশে উঠে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

[চলবে]

সন্ত্রাসী কার্যকলাপের স্থান ইসলামে নেই

মাহমুদ আহমদ সুমন

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সিরিজ হামলায় হতাহত হয়েছেন অনেকেই। এই সন্ত্রাসী হামলায় ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করছে আতঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে এটাই নাকি সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলা। অপর দিকে ইরাক ও সিরিয়াভিত্তিক বিদ্রোহী গ্রুপ ইসলামিক স্টেট বা আইএস ফ্রান্সে এ হামলার দায় স্বীকার করে বলেছে, ফ্রান্সই তাদের প্রধান টার্গেট এবং দেশটিতে হামলা কেবল শুরু হলো মাত্র। এ ধরণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার পর যখন কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ ইসলামের নাম উচ্চারণ করে এর দায় স্বীকার করে, তখন আমাদের বুক কান্নায় ফেটে যায়। ইসলাম এবং সন্ত্রাস এ দু'টির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয় আর সন্ত্রাস দেয় নৈরাজ্যের শিক্ষা।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার এ ঘটনায় নিন্দা জ্ঞাপন করে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন: "প্যারিসে ঘটে যাওয়া ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার জন্য বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে ফরাসী জাতি এবং এর জনগণ ও সরকারের প্রতি আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এই নৃশংস এবং অমানবিক হামলাকে তীব্রভাবে কেবল নিন্দনীয় আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

আমি বরাবরের মত আবারও বলতে চাই যে, সব রকম সন্ত্রাস এবং চরমপন্থা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার নামান্তর। অতএব, কোন পরিস্থিতিতেই মানুষ হত্যা করা সমীচীন নয় এবং যারা ইসলামের নামে নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তারা নিকৃষ্টতম উপায়ে ইসলামের সম্মান হানি করছে।

আমাদের সহানুভূতি এবং দোয়া ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আছে যারা এই হামলার শিকার হয়েছেন এবং যারা আপনজনদেরকে হারিয়েছেন অথবা কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন এবং আমি এটাই প্রত্যাশা ও দোয়া করি যেন এই ঘৃণ্য হামলার অপরাধীদেরকে দ্রুত ন্যায় বিচারের আওতায় আনা হবে।"

বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ্‌পাক ইসলাম নামক ধর্মকে মনোনিত করেছেন। কোনো ধরণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের স্থান ইসলামে নেই। অমুসলিমদের উপাসসনালয়ে হামলা চালানোকে ইসলাম যে কেবল কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, তা-ই নয়, বরং অমুসলিমরা যেসবের উপাসনা করে সেগুলোকেও গালমন্দ করতেও আল্লাহ্‌পাক বারণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন 'আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে উপাস্যরূপে ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না। নতুবা শত্রুতাবশত তারা না জেনে আল্লাহ্‌কেই গালমন্দ করবে' (সুরা আনআম, আয়াত: ১০৯)। এ আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয় নি বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কোনো ধর্মের উপাসনালয় বা ঘর-বাড়ী জালিয়ে দেয়ার শিক্ষা ইসলামে নেই। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতাই নয়, বরং ধর্ম পালন না করা বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সুরা কাহাফ, আয়াত: ২৯)।

পবিত্র কুরআন পাঠে আমরা দেখতে পাই,

গত ১৩ নভেম্বর, ২০১৫ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সিরিজ হামলায় হতাহত হয়েছেন অনেকেই। এই সন্ত্রাসী হামলায় ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্ব বিরাজ করছে আতঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে এটাই নাকি সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলা।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যখন আদম সৃষ্টির মহা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন তখন ফিরিশতাগণ আল্লাহ্ তা'লাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছো, যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে? এর উত্তরে সর্বজ্ঞানী খোদা কেবল এটাই বলেছিলেন, 'ইন্নি আ'লামু মা লা তা'লামুন' অর্থাৎ আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না'। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহান আল্লাহ কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা রক্তপাতের কথা অস্বীকার করেন নি। সে কথার উল্লেখ না করে উত্তরে তিনি কেবল তার মহাজ্ঞান আর এ বিষয়ে ফিরিশতাদের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছিলেন।

ধর্ম জগতের ইতিহাসে ভাষাভাষা এক দৃষ্টি দিলে বাহ্যত: ফিরিশতাগণের কথাই ঠিক বলে মনে হবে। আপাত: দৃষ্টিতে মনে হবে, যেখানেই ধর্ম সেখানেই অশান্তি, যেখানেই ধর্ম সেখানেই বিগ্রহ ও নৈরাজ্য। কিন্তু না, একটু মনোযোগ দিয়ে এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখলে দেখতে পাবেন, এই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ধার্মিকদের পক্ষ থেকে নয় আর আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আগত সত্য ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকেও নয়। কিন্তুসমাগত সত্য ও সুন্দর জ্যোতিকে যারা অস্বীকার করে অন্ধকারের পূজারী হয়ে থাকতে চেয়েছে, যারা তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও গলিত মথিত সমাজ দর্শন পরিত্যাগ করতে চায় নি–এসব অরাজকতা ও সন্ত্রাস সর্বদাই তাদের পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ঐশী-বাণী ভালোভাবে পড়লেই এর বিভিন্ন স্থানে দেখা যাবে হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ শরীয়ত আর পূর্ণতম নবী, খাতামান নবীঈন, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

মহানবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে। সত্য প্রচার ও প্রসারের কারণে সারা জীবন তিনি মার খেয়েছেন, কিন্তু ধর্মের কারণে কারো প্রতি বলপ্রয়োগ করেন নি, বরং তার পক্ষ থেকে পরিচালিত সবগুলো যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষা-মূলক, এবং সবার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য। সুরা হজের দুটি আয়াত এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দান করে।

আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো কেননা তারা অত্যাচারিত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকল্পে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ীঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত করা না হতো, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো, যেখানে আল্লাহ্'র নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী' (সুরা আল হজ, আয়াত: ৪০ ও ৪১)।

মদীনায় অবতীর্ণ উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর অনুসারীরা দীর্ঘকাল মক্কায় অত্যাচারিত, নিপীড়িত থাকার পর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যখন আবারও মক্কায় কাফেররা যুদ্ধ চাপিয়ে দিল, কেবল তখনই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত: একথা বলা হয়েছে, কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার্থে এই যুদ্ধ পরিচালিত হবে না, বরং মঠ, গীর্জা, মন্দির ও মসজিদ তথা সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষার্থে আল্লাহ এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। সকল ধর্মের ও সবার বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে স্পষ্ট ঘোষণা আর কি হতে পারে?

সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ যেখানে, সেখানে ইসলাম নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম। আর এই পৃথিবীতে ইসলামের নবী, বিশ্ব নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্পাক শান্তির অমিয় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। অথচ মহানবী (সা.)-এর নামেই সমাজে বিশৃঙ্খলা করা হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। সামাজিক পরিমন্ডলে যারা বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, রক্তপাত ঘটায়, ধ্বংস যজ্ঞ এবং নৈতিকতা বর্জিত ইসলামিক কর্মকাণ্ড চালায়, তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার দাবি সবাই করতে পারে, কিন্তু কার্যকলাপে শ্রেষ্ঠত্ব না দেখালে তারা কখনো প্রকৃত ইসলামের অনুসারী বলে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে না।

বর্তমানে সারা বিশ্বের যে অবস্থা, তা দেখে মনে হয়, শান্তির ধর্ম ইসলাম আর শান্তিতে নেই। যেখানেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, যেখানেই দোষ চাপানো হচ্ছে ইসলামের ওপর। মুসলমানদেরকে মনে করা হচ্ছে সন্ত্রাসী, আর ইসলামকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী-ধর্ম। অথচ ইসলাম শান্তির ধর্ম। ধর্মের নামে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা, রক্তপাত ঘটানো, শান্তির ধর্ম ইসলামে এসব নেই। তাই, যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে এই শান্তির ধর্মের বদনাম করছেন, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এই কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলাম বুঝার ও সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

First Ahmadiyya Mosque in Japan Inaugurated

Head of Ahmadiyya Muslim Community inaugurates Baitul Ahad Mosque in Nagoya

The Ahmadiyya Muslim Community is pleased to announce that on 20 November 2015, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad inaugurated the Baitul Ahad Mosque(Mosque of the One God) in Nagoya, Japan. It is the first Mosque built by the Ahmadiyya Muslim Community in the country.

His Holiness arrived at the premises at 1pm local time and after unveiling a commemorative plaque he proceeded to deliver his weekly Friday Sermon. The sermon was broadcast live around the world on MTA International.

During his sermon, His Holiness highlighted the true purpose of a Mosque and emphasised the need for the local Ahmadi Muslims to attain the highest possible moral and spiritual standards.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Now this Mosque has been built it is essential that you discharge your responsibilities and duties in gratitude to Allah the Almighty. Merely to say 'All praise be to Allah' because we have accepted

the Promised Messiah (peace be upon him) or because we are Ahmadi Muslims is not enough. Thus you should worship here each day and seek to improve your moral standards and conduct and to spread the true teachings of Islam throughout this nation."

Condemning the spread of extremism amongst certain Muslims, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The spread of the true teachings of Islam demands the highest standards of worship. It demands people who forego bloodshed and cruelty and instead strive towards a Jihad of self-reformation and improvement. Regrettably, the Muslims of today are becoming ever more extreme to the extent that some claim to serve Islam through the brutal and merciless killings of innocent people."

His Holiness categorically condemned the recent Paris terrorist attacks and said the perpetrators had served only to unjustly defame the name of Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The recent terrorist attacks in Paris can only be described as despicable and barbaric. Such attacks are entirely against the teachings of Islam and so it is the heavy responsibility of Ahmadi Muslims to spread the true and peaceful teachings of Islam."

His Holiness said that Allah the Almighty had given the Ahmadi Muslims living in Japan the opportunity to live their lives in peace and prosperity and had granted them the religious freedom they did not have in Pakistan.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"You should reflect upon the blessings God has manifested upon you as a result of living here. There are no restrictions upon your worship. You are not imprisoned for referring to your Mosques as 'Mosques'. Rather than resulting in a prison sentence, your salutations of 'peace' are appreciated and welcomed in this nation."

Continuing, His Holiness said it was incumbent upon the local Ahmadi Muslims to present the true face of Islam in Japan, as was the stated desire of the Promised Messiah (peace be upon him).

"Does this freedom you have here in Japan not demand a pious and moral reformation within you? Does it not demand that you forego your selfish desires and seek the pleasure of God Almighty? Does it not require that you exhibit love and compassion amongst yourselves and spread it in the society you live in?"

Concluding, Hazrat Mirza Masroor Ahmad presented details of the Mosque itself and its construction. His Holiness said there were times when it seemed that gaining planning permission from the local authorities would not be possible, however Allah the Almighty removed such obstacles.

His Holiness praised the financial sacrifices of local Ahmadi Muslim men, women and children for the sake of the construction of the Mosque and also praised the local non-Muslim community for their support and kindness.

Baitul Ahad is the largest Mosque in Japan accommodating up to 800 worshippers (main prayer area, terrace and halls). The building lies on a main road in Nagoya, has excellent transport links, accommodation facilities, offices and a library.

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
১৪ নভেম্বর ২০১৫

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের প্যারিস আক্রমণের নিন্দা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দোয়া প্রার্থনা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন থেকে বলেন: "প্যারিসে ঘটে যাওয়া ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার জন্য বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে ফরাসী জাতি এবং এর জনগণ ও সরকারের প্রতি আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এই নৃশংস এবং অমানবিক হামলাকে কেবল নিন্দনীয় আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

বরাবরের মত আমি আবারও বলতে চাই যে, সব রকম সন্ত্রাস এবং চরমপন্থা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার নামান্তর। অতএব, কোন পরিস্থিতিতেই হত্যা করা সমীচীন নয় এবং যারা ইসলামের নামে নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তারা ইসলামের মানহানিরই কারণ হচ্ছে।

আমাদের সহানুভূতি এবং দোয়া সেসব ক্ষতিগ্রস্তের সাথে আছে, যারা এই হামলার শিকার হয়েছেন এবং যারা আপনজনদেরকে হারিয়েছেন অথবা কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন এবং আমি এটাই প্রত্যাশা ও দোয়া করি, যেন এই ঘৃণ্য হামলার অপরাধীদেরকে দ্রুত ন্যায় বিচারের আওতায় আনা হয়।"

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
২০ অক্টোবর, ২০১৫

ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রথম সমাবর্তন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের কাছ থেকে ১৬ জন ছাত্রের শাহেদ ডিগ্রীর সনদ লাভ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান রাইডস্টাটে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রাঙ্গনে ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

অনুষ্ঠানে ১৬ জন স্নাতককে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) 'শাহেদ ডিগ্রী'র সনদপত্র প্রদান করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুরব্বী সিলসিলা বা ধর্ম প্রচারক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হন।

সনদ প্রদানের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ এক ঈমান-উদ্দীপক ভাষণ দেন যাতে তিনি স্নাতকদের তাদের বিশাল দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহ্ তা'লার সাথে করা তাদের অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "সত্য এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন, তা তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। গত সাত বছর ধরে পবিত্র কুরআন পড়ার পর আপনারা নিশ্চয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে, জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে অঙ্গীকার পুরণের বিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার কাছে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন :

"মনে রাখবেন, আপনারা কখনই আপনাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারবেন না, যদি না আপনারা নিজেদের কর্মকে ক্রমাগত মূল্যায়ন করতে থাকেন এবং প্রকৃত ধর্মভীরুতার সন্ধানী হন। আপনারা যখন ইসলামী শিক্ষার এক বাস্তব নমুনাতে পরিণত হবেন, কেবল তখনই আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবেন, কেবল তখনই আপনারা এর বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন এবং জামাতের সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানে নিয়োজিত হতে পারবেন।"

ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আপনাদের কথা এবং

কাজের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকা কখনই উচিত নয়। এটা আপনাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি আপনার উপদেশ অনুযায়ী নিজে কাজ করছেন। আপনাদের ধর্মপ্রচার শুধু তখনই মানুষকে ধার্মিকতা এবং পুণ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে যখন আপনারা নিজেরা যা বলবেন, তা করেও দেখাবেন। পূর্বে আপনাদের দুর্বলতাকে মার্জনা করা হত, কারণ, আপনারা ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এখন আপনাদের দিকে সবাই লক্ষ্য করবেন এবং আশা করবেন যে, আপনারা নৈতিকতা এবং ধার্মিকতার খুবই উচ্চ মান স্থাপন করবেন।"

পতাকাবাহী হিসেবে স্নাতকদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"জামেয়া আহমদীয়া জার্মানি থেকে পাশ করা আপনারা প্রথম ব্যাচ, এজন্য আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বোত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করা এবং আপনাদের যারা অনুবর্তী হবেন, তাদের জন্য ইতিবাচক আদর্শ হওয়া।"

ক্রমাগত শিক্ষা অর্জনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "স্মরণ রাখবেন যে, শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞানের সাধনা কখনো বন্ধ হওয়া উচিত না। এটা ভাববেন না যে, জামেয়াতে যা পড়েছেন তা যথেষ্ট বরং আপনাদের পুরো জীবন ধরে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া সচল রাখুন। বিগত সাত বছর আপনাদেরকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম বা পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানের সাধনা আপনাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সচল থাকা উচিত।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, যারা ইসলামের নিন্দা করে বা একে চরম-পন্থা বা সহিংসতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবি করে তাদেরকে ভুল প্রমাণ করা আহমদী মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের দায়িত্ব।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বর্তমানে কিছু মুসলিম গোষ্ঠীর কার্যকলাপের জন্য অনেকে ইসলামকে চরমপন্থার সাথে যুক্ত করে। এজন্য ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে সবাইকে জানানো আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদেরকে কুরআনের সত্য শিক্ষাকে উজ্জ্বল এক আলোয় উদ্ভাসিত করে ঘৃণ্য এ ভাবাদর্শ এবং চরমপন্থাকে খণ্ডন করতে হবে। ইসলামের সম্প্রীতি, সহানুভূতি এবং দয়ার শিক্ষা আপনাদেরকে অবশ্যই বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে।"

একতার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "যেখানে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে পুণ্য অর্জনে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন, সেখানে এও বুঝানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দুর্বল ভাই এবং বোনদের হাত ধরে তাদেরকেও সাথে নিয়ে চলে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে সহযোগিতা করে। ঔদার্যের এ প্রেরণাই নিশ্চিতভাবে আমাদের জামা'তকে একতাবদ্ধ করে।"

সবশেষে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

ধর্মপ্রচারক হিসেবে আপনারা খলীফাতুল মসীহ্ এর প্রতিনিধি এবং এজন্য আপনাদের দায়িত্ব খলীফার বাণী পৃথিবীর সকল অংশে পৌঁছান। আর তাঁর বাণী কেবলমাত্র তখনই আপনারা অন্যের নিকট সফলভাবে পৌঁছাতে পরবে, যখন আপনারা নিজেরা তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা আপনাদের নিজ জীবনে প্রয়োগ করবেন। তখনই আপনারা খিলাফতের সত্যিকারের দূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন।"

অনুষ্ঠানটি দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয় এবং এরপর সম্মানিত হুযূর জামেয়া আহমদীয়া কমপ্লেক্সটি পদির্শন করেন।

নবীনদের পাতা–

প্রসঙ্গঃ এলিয়েন

আবু সালেহ আহমদ
ছাত্র : জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

"হে জিন ও ইনসানের দল! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করে যেতে পার, তবে ভেদ করে যাও। সর্বাধিপতির কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ ভেদ করে যেতে পারবে না। (সূরা আর রহমান ঃ ৩৪)

এই আয়াতে মহান একটি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হয়েছে, যা বর্তমান জামানায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তা হচ্ছে, আর বর্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান। মহাকাশ যান, রকেট, স্পুটনিক, ইত্যাদি দ্বারা মহাকাশ পাড়ি দেয়ারই ইঙ্গিত যার মাধ্যমে আজকাল বিজ্ঞানীরা আকাশ ভেদ করে মহাকাশে পাড়ি দিয়ে বহু গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার করছে এবং সেই চেষ্টায় রত আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা কখনও ভেদ করতে পারবে না। কারণ, মহান আল্লাহ্ যখন যা চাইবেন তখন তা উন্মুক্ত করে দিবেন। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ, যারা বিজ্ঞানের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছেন বলে গর্ববোধ করে, উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী তারা যতই উন্নতি করুক না কেন প্রাকৃতিক আইন-কানুন যা তারা কখনো পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তা চাইবেন।

তেমনি একটি বিষয় বর্তমান যুগে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে আর তা হচ্ছে "এলিয়েন" বা ভিন্ন গ্রহের প্রাণী। বিজ্ঞান যেখানে শুধু ধারণাই করছে সেখানে আল-কুরআন স্পষ্ট ভাবে তা প্রকাশ করছে এবং দিচ্ছে তার নিশ্চয়তা। ভিন্ন গ্রহের প্রাণী নিয়ে শুধু বর্তমানেই নয়, বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ভাবে তাদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে অনেকেই। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে যেলাস সর্বপ্রথম ধারণা পোষণ করেন ভিন গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে। তার ধারণা মতে দৃশ্যমান গ্রহ ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য কোন জীবন জগতে বিরাজ করছে। পুটার্চ তার ধারনায় চাঁদে স্বর্গের অসুরদের আবাস ভূমিকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে, মধ্য যুগের জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহে জীবনের কল্পনাই শুধু করতেন না, তাদের কল্পনার জগতের তারা প্রাণীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস ও ধারণা চিহ্ন রেখে গেছেন। যা ইতিহাসের পাতায় এখনও বিদ্যমান। বিখ্যাত গণিতবিদ 'সি এস গাউস' সাইবেরীয় জঙ্গলের বৃক্ষরাজিতে একটি অতিকায় ত্রিকোণ তৈরীর প্রস্তাব করেছিলেন, যা অন্যান্য গ্রহের অধিবাসীগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। 'জে জে ডন লিট্রো' সাহারা মরুভূমিতে জাগতিক পদ্ধতি অনুসারে সুবৃহৎ আকৃতির নালা তৈরী করে তাতে দাহ্য পদার্থ ঢেলে রাতের বেলায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব রাখেন। সি-গ্রস দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে অতিকায় আয়না স্থাপন করে আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ভিন গ্রহের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ পর্যন্ত দান করেছিলেন।

এ-তো গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের চেষ্টা প্রচেষ্টা। এখন দেখা যাক আধুনিক যুগে ভিন গ্রহের প্রাণীর সন্ধানে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান। পৃথিবীর অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, "সেটি" (SETI) Search of Extraterres Intelligence (www.setileague.org) যা ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রান্স ব্রেক প্রতিষ্ঠা করেন। "সেটি" বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে ভিন গ্রহের প্রাণীর সন্ধান করে পৃথিবী থেকেই। বর্তমানে ১০টিরও বেশি দেশে "সেটি" (SETI) এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভিন গ্রহের প্রাণীদের সম্পর্কে আঙ্গিক কিংবা যৌক্তিক কিংবা বিশ্বাসগত এই বিপুল সমর্থনের কারণেই গবেষকরা খুঁজে চলেছেন প্রাণের অস্তিত্ব। এই সন্ধান কার্যক্রমে গবেষকরা একদিকে যেমন অতীতের ঐতিহাসিক উৎসের খোঁজ করেছেন, মেন খোঁজ করেছেন পৃথিবীর বাইরের গ্রহ কিংবা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব। কিন্তু এখন পর্যন্ত আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। শুধু বিজ্ঞানীরাই নয় লেখক, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার, সবাই এ নিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র এঁকেছেন জাগতিক দৃষ্টিতে, যা আমাদের অজানার বাইরে নয়। এই কারণেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে ভিন গ্রহের 'এলিয়েন' নামের এই প্রাণী। কিন্তু আর কতদিন? কতদিন লাগবে এই এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ করতে। শেষ পর্যন্ত কি পারবে? এবার আমরা কুরআনের দিকে দৃষ্টি দেই। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "(তিনি হলেন) আকাশসমূহের, পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই রয়েছে, এর প্রভু-প্রতিপালক।" (সূরা আশ শোআরা ঃ ২৫) তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যিনি শুধু মাত্র এই একটি পৃথিবীরই নয় বরং এর মত বহু পৃথিবী তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। এবং তাঁর এই রাজত্ব অসীমে পরিব্যাপ্ত। শুধু এই পৃথিবীতেই যে তিনি জীব জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তা নয়। বরং এর বাইরেও তিনি জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে কুরআনে জানিয়েছেন। "আল্লাহ্ই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এদেরই অনুরূপ (সংখ্যক) পৃথিবীও (সৃষ্টি করেছেন)।" (সূরা আত্ তালাক ঃ ১৩) কুরআন আরো বলে ঃ "আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে যেসব বিচরণশীল প্রাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এসবই তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যখনই তিনি চাইবেন এদের একত্র করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম।" (সূরা শূরা ঃ ৩০)

যখন তিনি চাইবেন তখনই সকলকে একত্র করতে সক্ষম'- এই বাক্যাংশটি এ ভবিষ্যদ্বাণীও হতে পারে যে, এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য গ্রহে বসবাসকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং তারা একত্র হবার সুযোগ পাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এ-ও জানা গিয়েছে যে, ১২,০০০ (বার হাজার) বছর পূর্বে আকাশ থেকে অতিথিরা পৃথিবীতে এসেছিল (দি পাকিস্তান টাইমস, ১৩/০৮/১৯৬৭)। কুরআনের সূরা আন্ নহলের ৫০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "আর আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যে প্রাণীই আছে, আর ফিরিশ্‌তারা (সবাই) আল্লাহ্‌র সমীপে সিজ্‌দা করে এবং তারা কোন অহংকার করে না।" অর্থাৎ, পৃথিবী এবং আকাশের ফিরিশ্‌তারা ছাড়াও এমন কোন জীব এবং এমন কোন প্রাণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে লুকিয়ে আছে, যারা তাঁর ইবাদত করে, তাঁর আনুগত্য করে, তাঁকে সেজদা করে। তাহলে কি তারা আমাদের মতই, না-কি ভিন্ন? তা শুধুই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনই জানেন। কারণ, তিনিই আলিমুল গায়েব। তাঁর সৃষ্টি আমাদের কল্পনাতীত।

এভাবে একদিন হয়তবা মানুষ খুঁজে পাবে আল্লাহ্‌র সেই সৃষ্টিকে, যাকে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর রাজত্বের মাঝেই, যা বর্তমান পৃথিবীর মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা মতে তিনি চাইলে তাদের সকলকে একত্রিত করে দিবেন।

সং বা দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারয়ণগঞ্জের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/১০/১৫ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ কাউছার আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন নাজমুল হাসান সরকার। এতে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইবাদত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

এরপর 'তরবিয়ত করার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়, প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দেন মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

শেষে সভাপতির ভাষণ জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী এবং প্রশ্নোত্তর শেষে ইজতেমায়ী দোয়া করান আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। উক্ত জলসায় ১৩ জন মেহমানসহ মোট ১৯২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা: মোজাফফর উদ্দিন আহমদ

তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০ নভেম্বর ২০১৫, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা স্থানীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার (শিখা)। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এই পবিত্র জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর ৩, নুরুন্নাহার মাকসুদ। এর পর নবীকূল সরদার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন শামস আরা জেনী এবং ভিকারুন্নেছা লূনা। ক্বাসিদা পাঠ করেন- প্রিয়ন্তি ও অর্পিতা। উর্দূ নযম পেশ করেন ফারিয়া হোসেন আভা ও ফাহমিদা হোসেন জেনী। ২০ টি মূল্যবান হাদিস পাঠ করেন ঐশী। সভাপতির সমাপনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হয়। এই পবিত্র জলসায় ১৭ জন লাজনা, ৫জন নাসেরাত, ২জন মেহমান এবং ৩ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

শারমিন আক্তার (শিখা)

ফাজিলপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/১০/১৫ বদি মাগরিব হতে রাত ৯টা পর্যন্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নুর-এলাহী জসিম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআর তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। এতে রসূল করীম (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কে পর্যাক্রমে আলোচনা করেন মওলানা তারেক আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম এবং জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন। ২৫ জন মেহমানসহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/১১/২০১৫ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ রৌশন জাহান। মেহমান ছিলেন সদর সাহেবার সফরসঙ্গী সাদেকা হক ও রেহানা খায়ের। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তাহেরা মজিদ বিথী, উর্দু নযম পাঠ করেন শবনাম নাজ দৃষ্টি, হাদীস পাঠ করেন নাঈমা সুলতানা লাইজু। বক্তব্য উপস্থাপন করেন রেহানা খায়ের এবং সাদিকা হক। স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট শোকরানা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সাহেবা মহানবী (সা.) এর সীরাত ও আদর্শ তুলে ধরে সবাইকে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এতে জেরে তবলীগ মেহমানগণ প্রশ্ন করেন। শেষে ১ জন লাজনা বোন বয়আত গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিসেস সাবরা সুলতানা সুমি

মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৭ নভেম্বর ২০১৫ রোজ শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলভী হাফেজ আবুল খায়ের, দোয়া পরিচালনা করেন বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মোশাররেফ হোসেন খাঁন, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর । 'হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠানে আগত নন-আহমদী মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আ.মু.জা.বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৩৫ জন নন-আহমদী মেহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ৬ জন বয়আত গ্রহণ করেন। সভায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ আনুমানিক ৩৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হয়।

আবু জাকির আহমদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুকুয়ার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (বুলবুল) গত ১০/০৮/২০১৫ তারিখে ভোর ৫-২০ মি: এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তিনি মুসী ছিলেন, তার ওসীয়্যত নং ৫৪৫৯৫। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি দুই মেয়ে, এক ছেলে, স্ত্রীসহ এক নাতনী রেখে যান। তিনি জামাতের প্রতি এবং খেলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুকুয়ার এক সফল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার মৃত্যুতে আহমদী এবং অ-আহমদী সকলেই শোকাহত। খাকসার তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল সদস্য এবং সদস্যার কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মৌ. মোহাম্মদ আল আমীন
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুকুয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭/১০/২০১৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে দারুল ফজল হালকায় এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। হাদীস পড়ে শোনান ঝর্ণা আলমগীর। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পরিবেশন করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। বয়আতের শর্ত পাঠ করেন রোকসানা মঞ্জুর। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সেলীনা এলাহী, কোরাইশা মাজেদ এবং আঞ্জুমানারা রাজ্জাক। সবশেষে দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪জন মেহমানসহ ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্জুমানারা রাজ্জাক

লাজনা ইমাইল্লাহ উথলীর উদ্যোগে তবলিগী সেমিনার

গত ১৮/১০/২০১৫ রবিবার বাদ আছর লাজনা ইমাইল্লাহ্, উথলীর উদ্যোগে এক তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রতিবেশী জেরে তবলীগ ২৩ জন মহিলা অংশ নেয়, সর্বমোট উপস্থিতির সংখ্যা ৩৩ জন। মোসাম্মৎ সেলিনা আক্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন মোছাঃ তাহিরা রহমান, দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শুভ। নযম পাঠ করেন মোছাঃ তাজবীহা রহমান রিয়া। তারপর আমেলার কর্মকর্তাগণ তবলীগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ব বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্য শেষে জেরে তবলীগ বোনেরা ঈসা (আ.) এর মৃত্যু, আখেরী যুগে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন, খাতামান নাবীঈন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্দার আড়াল থেকে মওলানা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শুভ এবং উথলীর যয়ীম জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন। প্রশ্নোত্তর শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোছাঃ সেলিনা আক্তার

মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩৯তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০, ৩১ অক্টোবর ২০১৫ রোজ শুক্র ও শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩৯তম স্থানীয় ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের রিজিওনাল বার্ষিক ইজতেমা ২০১৫ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদ বায়তুল বাসেত কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সাথে সাথে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর জনাব মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ মজলিসের পতাকা উত্তোলন করেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। জুমুআর নামায শেষে মধ্যাহ্ন ভোজের পর দুপুর ৩টা নাগাদ উৎসব মুখর প্রাঙ্গনে শতাধিক আনসারুল্লাহ্ সদস্য এ সমাবেশে উপস্থিত হয়। চট্টগ্রাম মজলিসের চলিত বছরের রিপোর্ট পেশ করেন চট্টগ্রাম মজলিসের যয়ীম আলা জনাব এস এম মঈন আল হোসাইনী। এতায়াতে নেযাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রিজিওনাল নাযেম জনাব মুহাম্মদ হাসান। নৈতিক গুণাবলী এবং মানবীয় দুর্বলতা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। প্রবীন এবং সম্মানিতদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য মজলিসের বিভিন্ন পথ নির্দেশনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রতিনিধি জনাব আবুল কাশেম ভূইয়া। সভাপতির ভাষণে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) এর অনুমোদিত মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের মজলিসের শূরার সকল সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করে বক্তব্য রাখেন মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। এই ইজতেমায় ১২৫ জন চল্লিশোর্ধ প্রবীন সদস্য রেজিষ্ট্রেশন করেন। এছাড়া পঁয়তাল্লিশ জন নওমোবাঈন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দু'দিন ব্যাপী এ ইজতেমায় চট্টগ্রাম ছাড়াও বাঁশখালী, হাটহাজারী, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নুরতাবাদ, মাহিল্যা (রঙ্গামাটি), অম্বর নগর, ফাজিলপুর, হুলাইন, পটিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেরে তবলীগ মেহমান এবং নও মোবাঈন সদস্যসহ অনেকে যোগদান করেন।

ইজতেমার প্রথম অধিবেশনের পর লন্ডন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এমটিএ-এর মাধ্যমে যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা শ্রবণের পর অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে রাত ৮টার পর নও মোবাঈন এবং জেরে তবলীগ বন্ধুগণ সহ নও মোবাঈন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সেশনে সাত জন নও মোবাঈন সদস্য বক্তব্য রাখেন। একজন মেহমান বয়আত গ্রহণ করেন।

বেলা ৩টায় সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। জনাব বুলবুল আহমদের তেলাওয়াতে কুরআন পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন আরম্ভ হয়। বক্তৃতা পর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের আমীর জনাব প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ এবং 'নেযামে খেলাফতের হেফাযত' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব নেছার আহমদ। জামাতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ফজিলত প্রসঙ্গে মওলানা জাফর আহমদ বক্তব্য রাখেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের নায়েব সদর জনাব নাঈম আলম খান তাঁর বক্তৃতায় ইসলামের সেবায় যথাযথ ভাবে এবং সুনির্দিষ্ট হারে আর্থিক কুবরানী করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই ইজতেমার চেয়ারম্যান জনাব রাজা রেজওয়ান আহমদ তাঁর বক্তৃতায় আল্লাহ্ তা'লার নিকট শুকরিয়া জানান এবং সম্মানিত উপস্থিতি এবং উক্ত ইজতেমাকে সফল করার জন্য যারা অর্থ, শ্রম, ও বিভিন্ন ভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করেন। এই অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষন দান করেন মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। এই ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নব্বই জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অতঃপর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মদ হাসান

জামালপুর হবিগঞ্জে বিশেষ ওয়াকারে আমল

গত ১৫/১০/২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর উদ্যোগে বিশেষ এক ওয়াকারে আমল করা হয়। এতে রাস্তা মেরামতের কাজ করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলে ১৫ জন খোদ্দাম, আতফাল এবং আনসার অংশ গ্রহণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ শামশুর রহমান চৌধুরী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ও ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আহমদীপাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে ২১তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৫ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন জনাব ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব থেকে আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্থানীয় যয়ীমে আলা, জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ। পরে আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব ডাঃ মোবাশ্বের আহমদ। সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ ও ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণের পর "সাম্প্রতিক সময়ে যুগ খলীফার তাহরীকে আনসারুল্লাহ্-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য" প্রসঙ্গে বক্তব্য করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। "অঙ্গ সংগঠনের প্রধান সদস্য আনসারুল্লাহ্ হিসাবে তাদের ভূমিকা" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব আখতারুজ্জামান, নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। রাতে এবং পর দিন সকালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিকাল ৩ ঘটিকা থেকে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব সদর। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব ডাঃ মোবশ্বের আহমদ ও জনাব জসিম উদ্দিন আহমদ মন্তান। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আল-আমীন আহমদ, জেলা নাযেম। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে প্রথম দিন ৫৪ জন ও দ্বিতীয় দিন ৬২ জন আনসার সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

সন্তান লাভ ও দোয়ার আবেদন

গত ৪ অক্টোবর ২০১৫, রোজ রবিবার রাত ৯-১০ মিনিটে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সন্তানের নাম রাখা হয়েছে নাজিবা খানম (নাবা), মা ও সন্তানের শারিরীক সুস্থ্যতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে খাস দোয়ার আবেদ করছি।

কে, এম, নজিবুল্যা হুসাইন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘড়িলাল

মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর-এ তাহরিকে জাদীদ সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর কর্তুক তাহরিকে জাদীদ সেমিনার মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলভী হাফেজ আবুল খায়ের, দোয়া পরিচালনা করেন বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মোশাররেফ হোসেন খাঁন, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর । তাহরিকে জাদীদের গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠানে ৬ জন নও-মোবাইনসহ আনুমানিক ৮০জন অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

আবু জাকির আহমদ

আপনার জামা'ত ও মজলিসের সংবাদ পাঠাতে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়-
pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ৯-১০-২০১৫ রোজ শুক্রবার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সপ্তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। অতঃপর নামায ফজর এবং কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। সকালের নাস্তার পর উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম মোস্তফা পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ। অতঃপর সভাপতি সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব শামীম আহমদ, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব শামছুল আলম, মোন্তাযেম উমুমী। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর দ্বীনি মালুমাত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমেই কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ডা: মুজাফফর উদ্দিন আহমদ। অতঃপর নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. নিজামউদ্দিন আহমদ এবং মওলানা নাবিদুর রহমান। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মনিরউদ্দিন আহমদ, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। পরিশেষে সমাপনী ভাষণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের পর দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মনির উদ্দিন আহমদ

মৌলভি বাজারে আনসারুল্লাহ্‌র ১৬তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা-২০১৫ অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ও ২৪ অক্টোবর, ২০১৫ রোজ শুক্র ও শনিবার বৃহত্তর সিলেট জেলায় আনসারুল্লাহ্‌র ১৬তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পাগুলিয়া, মৌলভী বাজার-এ অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শাহ্ নূর আহমদ। দোয়া ও আহাদ পাঠ করেন সভাপতি। এর পরে ডা. মোহাম্মদ উসমান আলী নযম পাঠ করেন। পরিশেষে শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে সভাপতি ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। এতে বক্তৃতা, নযম বাংলা ও উর্দু প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। এমটিএ-তে হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা সরাসরি শোনার ব্যবস্থা করা হয়। খুতবা শোনার পর আনসারদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা হয়।

তারপর সকাল ১০টা হতে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত তরবিয়তী ও পুরস্কার বিতরণী প্রোগ্রাম করা হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা দেলোয়ার হোসেন ও বাংলা নযম শুনান মৌ. হুমায়ুন কবির। তারপর শুভেচ্ছা বক্তৃতা দেন জনাব আব্দুল করিম লন্ডনী, প্রেসিডেন্ট, পাগুলিয়া। শুকরিয়া আদায় করেন জনাব ডা. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, যয়ীম পাগুলিয়া। হুযূর (আই.)-এর দিক নির্দেশনার আলোকে একে একে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোশার্‌রফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম, সিলেট। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল ও জনাব নঈম আলম খান। সবশেষে সভাপতি তরবিয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আলোচনাতে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। মোট উপস্থিতি ছিল ৪৫ জন, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন ৬ জন। পরিশেষে সভাপতির আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

তালিম দফতর

তালিম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৫ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ৮ম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি এ সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৬ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ২০ নভেম্বর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর আনোয়ার (আই.) জাপানের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ বাইতুল আহাদে প্রদত্ত এ শুক্রবারের জুমুআর খুতবায় বলেন, আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জাপান নিজেদের প্রথম মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ এই মসজিদ নির্মাণকে সবদিক থেকে কল্যাণময় করুন আর আপনারা মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হোন। এখানে অ-আহমদীদের একশত মসজিদ থাকলেও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এটি প্রথম মসজিদ আর আয়তন বা ধারণক্ষমতার দিক থেকে এটি সবচেয়ে বড়।

হুযূর বলেন, শুধু মসজিদ নির্মাণ করেই আমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে না। বরং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের ফলে যে দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা পালনের মাধ্যমেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আর সেই দায়িত্ব হচ্ছে, খোদার সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন, সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদত করা এবং সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া অধিকন্তু ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা ও বাণী এই জাতির কর্ণগোচর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

তিনি বলেন, জাপানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলামের প্রতি জাপানবাসীর আগ্রহের সংবাদ শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তাদের কাছে ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছানোর জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এমনকি তাদেরকে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি পুস্তক রচনারও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

হুযূর (আই.) জাপান নিবাসী আহমদীদের সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্‌র অপার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলে আপনারা এখানে এসেছেন আর আপনাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য এসেছে। আপনাদের মধ্য হতে অনেকেরই পিতৃপুরুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা শুনে তাদের ভেতরও জাপানে তবলীগ করার আগ্রহ জেগে থাকবে কিন্তু তাদের সেই সাধ পূর্ণ হয়নি অধিকন্তু আল্লাহ্ আপনাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একমাত্র আপনারাই ইসলামকে জীবন্ত ধর্ম প্রমাণ করতে পারেন আর এর বিশেষত্ব ও অনন্য সৌন্দর্য বিশ্বাসীকে জানাতে সক্ষম। কাজেই আপনারা এখানে সাধ্যমতো তবলীগ করুন।

ইসলাম প্রচারের জন্য কোন তরবারীর প্রয়োজন নেই বরং এমন লোকের প্রয়োজন যাদের খোদার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক থাকবে, যারা তাঁর ইবাদত করবে আর নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করবে।

হুযূর বলেন, খোদার সাথে যাদের সম্পর্ক নেই তারাই তরবারীর জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ঘটনা ঘটেছে তা খুবই অন্যায় ও হৃদয়বিদারক। বর্তমান সংকটপূর্ণ সময়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য আহমদীদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। তাই আপনারা শুধু অর্থের পিছনে না ছুটে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন।

এরপর হুযূর মসজিদ নির্মাণের পর আমাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কোথাও তবলীগ করতে চাইলে বা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতে চাইলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করো। আপনাদের এই মসজিদ নির্মাণের বরাতে এখানকার প্রচারমাধ্যম ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে এখন একে ধরে রাখা আর এই দাবিকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেখানো এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব।

হুযূর বলেন, কুরআনের শিক্ষা আর মহানবীর আদর্শ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রত্যেকেই সচেষ্ট হোন। আর সত্যিকার অর্থেই খোদার বান্দা হওয়ার চেষ্টা করুন।

এরপর হুযূর (আই.) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত সমীক্ষা ও তথ্য তুলে ধরেন: এই মসজিদের মোট আয়তন একহাজার বর্গমিটার। এটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং রাজপথ সংলগ্ন। তবাররক হিসেবে কাদিয়ানের মসজিদে মোবারক ও দারুল মসীহ্‌র ইট এই মসজিদের ভিত্তিতে সংস্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ৭/৮শ' মুসল্লী একত্রে এই মসজিদে নামায পড়তে পারবে। বিভিন্ন অফিস, গেস্ট হাউস, মুরব্বী কোয়ার্টার, লাইব্রেরী ও হল ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া মসজিদের চার কোনায় চারটি সুন্দর মিনার বানানো হয়েছে। এটি শুধু জাপানেরই নয় বরং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার প্রথম আহমদী মসজিদ। এতদাঞ্চলের অন্যান্য দেশেও মসজিদ নির্মাণের পথ আল্লাহ্ সুগম করুন। এই বিল্ডিং ক্রয় এবং একে মসজিদে রূপান্তরিত করার জন্য প্রায় তের কোটি আটাত্তর লক্ষ স্থানীয় মূদ্রা বা বারো লক্ষ ডলার ব্যয় হয়েছে। জামাতের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অসামান্য আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে এই মনোরম মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

হুযূর (আই.) স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা এবং আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর এই মসজিদ নির্মাণে যারা উল্লেখযোগ্য কুরবানী করেছেন তাদের উল্লেখ করেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত সৃষ্টির জন্যও দোয়ার আবেদন জানান।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

ইসলামের নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জন্য অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যে ধরনের প্রেক্ষাপটই হোক না কেন তিনি সব সময়ই সততা, সম্মান ও অনুপম নৈতিকতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর আগমন উদযাপন করতে গিয়ে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিয়মিত মহানবী (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর ও মহৎ গুণাবলীর আলোকে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, এবং জামাতের সদস্যরা যেন নিজেদের জীবনে এই মহান নেতার এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এর তাগিদ দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্যের বাংলা বিভাগের সদস্যদের সমন্বয়ে পূর্ব লন্ডনের বায়তুল আহাদ মসজিদে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিভিন্ন বক্তৃতা ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্মরণে উৎসর্গীকৃত নযমের মাধ্যমে আগত নারী, পুরুষ ও শিশুরা মহানবী (সা.)-এর অনুকরণীয় জীবনচরিত সম্পর্কে নতুন করে জ্ঞানার্জন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে জামাতের বাইরের অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় যেন তাঁরাও এ অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হতে পারেন। যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম বাংলা বিভাগের সভাপতি ডা. আবদুল্লাহ জাকারিয়া সাহেব তাঁর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হালিম ব্যাপারী ও জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী সম্প্রতি সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জব্রত পালন করেন। তারা তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গীণ বর্ণনার মাধ্যমে তাঁরা শ্রোতাদের উজ্জীবিত করেন। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের ও নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম বাংলা বিভাগের প্রধান মওলানা ফিরোজ আলম।

সবশেষে, এক প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের আয়োজন করা হয় যেন অতিথিরা ইসলাম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে উপকৃত হতে পারেন। নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং এরপর বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক জার্মানির ফ্লোরস্ট্যাড শহরে মসজিদে মুবারকের ভিত্তি প্রস্তর

বিগত জার্মানী সফরকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) উক্ত শহরটিতেও গমন করেন। হুযূরের আগমন উপলক্ষে আঞ্চলিক এবং বিভাগীয় প্রধানগণ তাঁকে প্রাণঢালা সম্ভাষণ জানান।

মসজিদে মুবারক এর ভিত্তি প্রস্তর রাখা উপলক্ষে এ সময় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন পাঠের পর এর জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর আমীর সাহেব উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্যে করে মসজিদের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন এবং বলেন, "পুরো জায়গার মোট আয়তন হলো ৮১০ স্কয়ার মিটার এবং মিনারের দৈর্ঘ্য হবে ১২ মিটার এবং গম্বুজের ব্যাস ১০ মিটার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

সংসদ সদস্য মিসেস বেট্টিনা মুলার সামাজিক কর্মকান্ডে স্থানীয় জামাতের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তিনি একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যও তুলে ধরেন, যা পরবর্তীতে হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতায় মিসেস মুলারের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "এটি আমার জন্য সুখকর যে মিসেস বেট্টিনা মুলার মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত আছেন, যা তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।"

হুযূর (আই.)-এর সাথে সরাসরি ভাব-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ফ্লোরস্ট্যাড শহরের মেয়র জার্মান ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিতে বক্তব্য প্রদান করেন এবং হুযূর (আই.)-কে তাঁর শহরে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জার্মান নাগরিক এই মহতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং এর ফলে তাদের কেবলমাত্র হুযূর (আই.-এর সাথে সাক্ষাতেরই সুযোগ হয়নি বরং তাঁরা ইসলাম আহমদীয়াতের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সম্পর্কেও জানতে সক্ষম হয়েছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিগত ১২৫ বছরের ইতিহাস একথার স্বাক্ষী যে, আমাদের চরিত্র, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের কাজ-কর্ম সবকিছু ভালোবাসা ও সম্প্রীতিকে কেন্দ্র আবর্তিত এবং এখানেও মসজিদ নির্মাণ পরবর্তী সময়ে ইনশা'আল্লাহ্ সবার প্রতি ভালোবাসাই প্রদর্শন করা হবে।"

এরপর হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতার পর মসজিদ নির্মাণের মূল জায়গায় যান এবং স্বহস্তে মুবারক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

এমটিএ'র এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে জার্মান সংসদ সদস্য মিসেস বেট্টিনা মুলার বলেন, "হুযূর (আই.)-এর সাথে হানাও শহরেও আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি একজন পরম বিনয়ী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বর্তমানের কর্মব্যস্তপূর্ণ জীবনে তাঁর উপস্থিতির ফলে পরিবেশে শান্তি বিরাজ করে।"

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

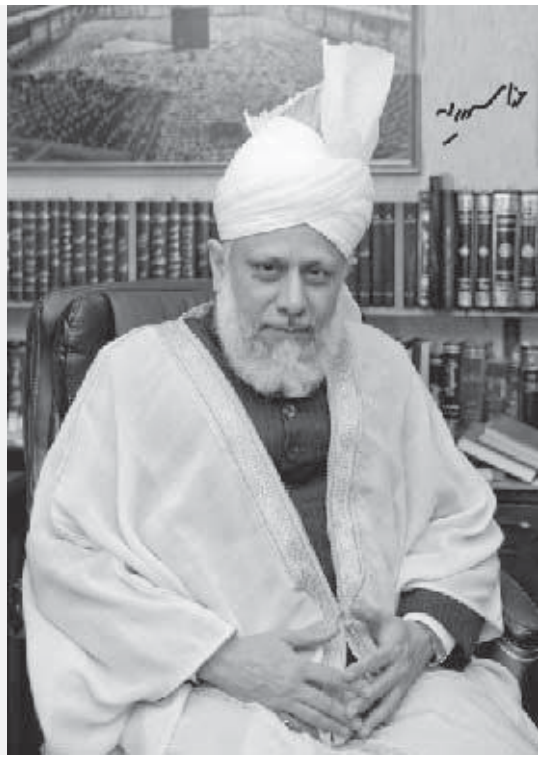

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 10th Issue

Fortnightly
The Ahmadi

30th November, 2015 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com